BRIEF SKETCH OF THE LIFE

OF

SRIMATI KUMUDINEE

THE WIFE OF

R. C. SINHA

OF THE

New Dispensation Brahma Somaj of India

কুমুদিনী-চরিত্র ।

"মনো বাকর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদে[illegible]
ছায়েবানুগতা ভার্য্যা সদা প্রি[illegible]

COOCH BEHAR.
PRINTED AT THE C. B. STATE PRESS.
1890.

ভূমিকা।
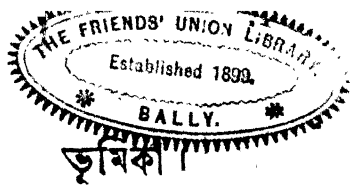
কুমুদিনী চরিত এক খানি প্রকাশিত হই-য়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় কুমুদিনী চরিত প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনায়, আমি ইহাকে কুমুদিনী চরিত্র নামে অভিহিত করিলাম। প্রথম কুমুদিনীর বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তাঁহার বিষয় পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবনে ও কার্য্যে পরিণত করিবার অনুষ্ঠানকারী বা কারি-ণীর উপর ঘনঘটা সহকারে কেমন যে পরীক্ষা বাণ নিক্ষিপ্ত হইত, সেই ধর্ম্মবীরা নারীর জীবন চরিত পাঠে অনেকেই অবগত হইবেন। দ্বিতীয় কুমুদিনী অপেক্ষাকৃত অনুকূল সময়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া শান্ত সাধিকার ন্যায় ধর্ম্ম সাধন ও কর্ত্তব্য পালন ক-রেন। এক জনের ভাগ্য বাহ্যাড়ম্বর-পরিপূর্ণ নিদারুণ পরীক্ষাবাণে ক্ষত বিক্ষত; অপরের অদৃষ্ট আড়ম্বর বিবর্জ্জিত অন্তর্মুখীন নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত; এক

জন সত্য ও বিশ্বাস প্রভাবে অবস্থা জয় করিলেন ; অপর জন নির্ভর ও ভক্তি প্রাণের ধন করিয়া প্রাণপণে তাহা রক্ষা করতঃ অবস্থাকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিলেন ; এক জনের স্বভাবের প্রভা বিকীর্ণ হইয়া অজ্ঞান অন্ধকার ও কুসংস্কার কুজ্ঝটিকা বিদূরিত করিল; অপরের চরিত্র শান্ত সুধাংশুর শীতল রশ্মি বিকাশ করিয়া সুন্দর কাব্য ভাব দেখাইল। উভয়েই জগজ্জননীর আজ্ঞাধীনা কন্যার ন্যায় কেহ বা মাতৃ আজ্ঞা জীবনে পালন করিয়া ও কেহ বা মাতৃ আজ্ঞা পালিত হইতে দিয়া, কেমন করিয়া মাকে ভাল বাসিতে হয় ও মায়ের ভালবাসা কত যত্নের ধন তাহা দেখাইলেন। উভয়ের জীবনে ও স্বভাবে অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল এবং কালের ও অবস্থার বৈচিত্র ও বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও উভয়েই যেন এক ভাবের ভাবুক হইয়া এক উদ্দেশ্যই সাধন করিলেন।

কনিষ্ঠা কুমুদিনীর জীবনে জ্যেষ্ঠার ন্যায় উপাদেয় উপকরণ যে যথেষ্ট ছিল, ইহাতে বোধ হয় সন্দেহ নাই। যদি ইহা উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ইহা দ্বারা সুন্দর উপাদেয় পাঠ্য প্রস্তুত হইয়া পাঠক পাঠিকাগণের তৃপ্তিসুখ সম্পাদন করিতে

পারিত। আমার সাধ্যোচিত ক্ষমতার অসদ্ভাব সত্ত্বেও আমি যদি কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য ও দুর্ঘটনা প্রযুক্ত বন্ধুদিগের সাহায্যে বঞ্চিত না হইতাম, তাহা হইলে, বোধ করি, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট রূপে কুমুদিনী চরিত্র প্রকাশ করিতে পারিতাম। অপিচ কুমুদিনীর জীবন নানা অবস্থায় জড়িত, সুতরাং তাঁহার বিষয় লিখিতে গিয়া অপর কোন কোন আনুষঙ্গিক বিষয় বর্ণনার ভিতরে বোধ হয় আসিয়া পড়িয়াছে। স্থান ও ঘটনা বিশেষে আমাকে এমন সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে, যাহাতে অপর বিষয় অপ্রত্যক্ষ ভাবে মনে হয় যেন, সন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহা অনিবার্য্য বলিয়া লিখিত হইল। আশা করি ইহা অসদ্ভাবসম্ভূত মনে করিয়া কেহ যেন ক্ষুব্ধ না হন। কুমুদিনীর প্রতি আমার প্রীতি-উপহার স্বরূপ এই পুস্তক প্রকাশ করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তদানুসঙ্গিক যদি ইহা পাঠ করিয়া একটী আত্মারও ধর্ম্মভাব কিঞ্চিন্মাত্র উদ্দীপ্ত হয় ও তদসাধনে ইহা অল্পমাত্রও সহায়তা দান করে, তাহা হইলে আমি আপনাকে অধিকতর কৃতার্থ ও আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

এই জীবন চরিত্র চিত্রসহ প্রকাশ করিবার বড় সাধ ছিল এবং সে জন্য অনেক প্রয়াশ করিয়াও দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। চিত্র সম্বন্ধে স্থানীয় কোনই সুবিধা নাই; কলিকাতা হইতে ইহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টাও বিফল হইল। চিত্রের প্রতীক্ষায় পুস্তক খানি প্রকাশের কেবল কাল বিলম্ব হইতে লাগিল এবং আর বিলম্ব অবিধেয় মনে করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিনা চিত্রে ইহা প্রকাশ করিলাম; যাহা হউক ভবিষ্যতে এ অভাব পূর্ণ করিবার বাসনা রহিল।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে উদার স্বভাব মহামহিম শ্রীশ্রীমহারাজ কুচবিহারাধিপতি ভূপবাহাদুর স্বীয় বদান্যতা গুণে রাজকীয় যন্ত্রালয়ে বিনাব্যয়ে ইহার মুদ্রাঙ্কনাদির অনুজ্ঞা দিয়া আমাকে বিশেষ রূপে উপকৃত করিয়াছেন। এমন কি তাঁহার এরূপ প্রকার, সাহায্য ব্যতীত এ দূরদেশে অবস্থিতি করিয়া, এতাদৃশ কার্য্য সম্পন্ন করা আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইত। এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কুচবিহার ২২শে কার্ত্তিক ১৮১২ শক।
খৃঃ অঃ ৭ই নবেম্বর ১৮৯০, শুক্রবার।

গ্রন্থপ্রণেতা

কুমুদিনী মুমূর্ষু অবস্থায় যে যে সঙ্গীত করিতে বলেন তাহার দুই একটী নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

বেহাগ।—একতালা।

হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যা হল।
ফুরাল খেলা, ভাঙ্গল মেলা, আর কেন বিলম্ব বল।

বিদেশে প্রবাসে, ভবপান্থবাসে, কিছুই আর লাগে না ভাল; বাড়ীপানে মন, ছুটেছে এখন, মা মা বলে ঘরে চল।

মায়ের আনন, করি দরশন, তাপিত প্রাণ হবে শীতল; আছেন জননী, দিবস রজনী, আশাপথ চেয়ে কেবল; মায়ের প্রাণ টানে, সন্তানের পানে, ভাবিলে নয়নে ঝরে জল; আহা মা আমার, প্রেমের আধার, আপন প্রেমে আপনি বিহ্বল।

সুরট মল্লার।—যৎ।

দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়।
চাহি না সুখ সম্পদ ও হে হরি দয়াময়।
সকল সন্তাপহারী, তুমি পিপাসার বারি,
হেরিলে তোমার মুখ সব দুঃখ দূরে যায়।

তোমার প্রেমের লাগি, শ্রীগৌরাঙ্গ হলেন যোগী, উদাসীন সর্ব্বত্যাগী ত্যজিয়ে দুঃখিনী মায়

করিলে তাঁরে ভিখারী, বনবাসী দণ্ডধারী, শুনিলে সে সব কথা গলে পাষাণ হৃদয়।

তব পবিত্র সন্তান, প্রিয় নিজ গুণধাম, ক্রুশে হারাইলেন প্রাণ পরহিত কামনায়; ভ্রমিলেন পথে পথে, পতিত জনে তারিতে, যাঁহার শোণিত-পাতে হইল প্রেমের জয়।

যখন যে ভাবে যেখানে, রাখ এ পাপী সন্তানে, থাকি নির্ব্বিকার মনে এই মিনতি তব পায়; বিপদে মঙ্গল দেখি, দুঃখেতে হইব সুখী, দয়াময় নাম গানে যেন প্রাণ অন্ত হয়।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখ্‌রে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদু মন্দ, সুধাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি।

অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা, যোরালো রসালো করে দিক্‌ আলো, শোভা হেরে মন উদাসী।

কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে, মা হাসে ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসী।

তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে, নিরখিয়ে নিরজনে, ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে যোগী ঋষি তপোবনবাসী।

কুমুদিনী-চরিত্র।

কলিকাতা নগরে বিডন্ ষ্ট্রীটের নিকটবর্ত্তী নয়ানচাঁদ দত্তের গলিতে, তাঁহার পিতৃ আবাস গৃহে, ১৭৭৭ শকের ১৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার কুমুদিনী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ-মাতৃ বংশ প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ছিল। বিশেষতঃ পিতৃকুল হিন্দু সমাজে কুলমর্য্যাদার জন্য মাননীয়। তাঁহার পিতার নাম কালীকুমার ঘোষ। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নির্লোভী ও অনাসক্ত এবং অতিশয় নিষ্ঠাবান বলিয়া হিন্দু সমাজে পরিচিত ছিলেন। অসত্যকথন, সুরাপান, ব্যভিচারাদি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ঘৃণা ছিল। এজন্য তিনি সাধারণতঃ সামাজিক নিম-ন্ত্রণে নিজে যাইতেন না এবং পরিবারবর্গকেও যাইতে দিতেন না। এমন কি, শ্বশুরালয়ে সুরার সমাগম ছিল বলিয়া, তিনি আপন পত্নীকে তথায় সচরাচর যাইতে দিতেন না। তিনি কলি-

কাতায় কোন প্রসিদ্ধ রাজকীয় কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতেন। অল্পাধিক দেড় শত মুদ্রা, তাঁহার মাসিক আয় ছিল। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় পারদর্শী ছিলেন এবং হিন্দু প্রথানুসারে যোগ ধ্যানে খুব রত থাকিতেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে স্নানান্তে নিশ্বাস রোধ করিয়া, এক পায় দণ্ডায়মান হইয়া যোগ করিতেন। তদবস্থায় লোকে তাঁহার পদধূলি লইতে আসিত। তাহাতে যোগ ভঙ্গ হইত বলিয়া পরিশেষে গঙ্গাস্নান রহিত করিতে বাধ্য হয়েন। তিনি অতিরিক্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন; সুতরাং তিনি আহার্য্য এবং ব্যবহার্য্য যাবতীয় সামগ্রী গঙ্গাজলে ধৌত না করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিতেন না। যদি কখন জানিতেন যে, কোন দ্রব্য অধৌত অবস্থায় গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইলে গৃহাভ্যন্তরস্থ সমুদায় বস্তু বাহিরে নিক্ষেপ করিতেন। উপার্জ্জিত অর্থ ম্লেচ্ছস্পর্শিত বলিয়া, গোময় সংযোগে ধৌত করিয়া গৃহে লইতেন। এমন কি, শেষ জীবনে ম্লেচ্ছসহ একত্র কার্য্য করিতে

পরাঙ্মুখ হইয়া, তাহা পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া তাঁহার পত্নীকে একদা কোন রাগরঙ্গে রঞ্জিত ও ম্লেচ্ছকৃত সুরভি তৈলাদির দ্বারা চর্চ্চিত করিয়া, শয়নাগারে পাঠাইয়া দেন, তিনি তদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া ভাজ ঠাকুরাণীকে এই ভাবে বলেন,—একিসর্ব্বনাশ করিয়াছেন? কি ছাই ম্লেচ্ছ জাতির জিনিস মাখাইয়াছেন? যান ইহাকে স্নান করাইয়া শুদ্ধ করিয়া দিন। সেই রাত্রিতে গোময় সংযোগে স্নান করান হইলে, পত্নীকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেন। তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার নিষ্ঠার বিশেষ আদর করিতেন এবং তাঁহারা তাঁহার পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আহ্লাদের সহিত, অর্থ সাহায্য করিতেন। পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবার তাঁহার নিষ্ঠার বিশেষ আদর করিতেন। তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, পাছে সুরা অথবা ম্লেচ্ছবারিসংযুক্ত ঔষধ পান করিতে হয়, এজন্য প্রাণের প্রতি উপেক্ষা করিলেন; বন্ধুদিগের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও উক্ত ঔষধ তথাপি সেবন করেন নাই। কবিতা এ

সঙ্গীত রচনায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। এসম্বন্ধে তিনি তাঁহার অনেক লেখা রাখিয়া যান।

তাঁহার ছয় কন্যা ও এক পুত্র। কুমুদিনী তাঁহার পঞ্চমা কন্যা। প্রথমা ও তৃতীয়া কন্যা অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়। দ্বিতীয়া কন্যার স্বামী বহরমপুরে পুলিশের কোন বিশেষ কার্য্য করিতেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, দুষ্ট লোকে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ নাশ করে। তৎকালে বাষ্পীয় শকট ও তাড়িত বার্ত্তাবহ কিছুই ছিলনা, সুতরাং জামাতার মৃত্যু সংবাদ বিশদ্ রূপে না পাইয়া মর্ম্মাহত হয়েন। তাঁহার শোকসন্তপ্তা বিধবা কন্যা স্বামী বিয়োগে শয্যাশায়ী হইয়া, কয়েক মাসান্তে জীবন ত্যাগ করেন। এজন্য তাঁহার পিতা সংকল্প করিয়া ছিলেন যে, বিদেশস্থ পাত্রকে আর কোন কন্যা দান করিবেন না। কিন্তু কুমুদিনীর বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন।

কুমুদিনী অল্পাধিক খর্ব্বা, নাতিকৃশা, নাতি পুষ্টকায়বিশিষ্টা ছিলেন। রুগ্ন প্রকৃতি সত্ত্বেও

শরীরের বিলক্ষণ লাবণ্য ছিল। আকর্ণ চক্ষু না হইলেও তাঁহার মুখশ্রী জ্যোতি বিহীন ছিলনা। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা হইলেও একটু প্রভাযুক্তা ছিলেন। ফলতঃ স্ত্রীসুলভ লক্ষণ তাঁহাতে বিলক্ষণ ছিল।

অতি শৈশব কাল হইতেই, কুমুদিনীর প্রকৃতি শান্ত ছিল। কথিত আছে যে, যখন তিনি চারি বৎসর বয়স্কা, তখন একদা সন্ধ্যাকালে রোয়াকের পার্শ্বে স্থিরভাবে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার জেঠাইমা তাঁহাকে কোন আবর্জ্জনা বিশেষ মনে করিয়া পদ দ্বারা নীচে ফেলিয়া দেন; তাহাতে কেবল মাত্র একটু শব্দ হয়, আর কুমুদিনী সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকেন। শব্দ হওয়াতে জেঠাইমা দেখিতে গেলেন উহা কোন দ্রব্য বিশেষ কি না। তখন দেখেন কুমুদিনী পড়িয়া আছে। পরে ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করেন, আর বলেন “ এমনত সুবুদ্ধি মেয়ে, দেখিনা, ওমা একটু কাঁদিল না ”। বালিকা অবস্থা হইতে, কাহারও সহিত কলহ ও বিবাদ বা চীৎকার করিয়া তিনি ঝগড়া করেন নাই। বিবাদ কলহকে বড় ভয় করিতেন।

কুমুদিনী বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহাদের প্রতি-বাসী এক ব্রাহ্মণ পরিবার ছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত কুমুদিনীর পিতৃ পরিবারের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে এক পরিবারের মত ব্যবহারাদি চলিত। এই প্রতিবাসীর একটী কন্যা ছিল, সে কুমুদিনীর সমবয়স্কা ও একই নামধারিণী ছিল, এজন্য তিনি তাঁহার সহিত "দেখন হাসি" এই সম্বন্ধ স্থির করেন। উক্ত "দেখন হাসিকে" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বিনী এক ইংরেজ মহীলা, লেখা পড়া শিখাইবার জন্য, তাঁহাদের বাটিতে আসিতেন এবং কুমুদিনী সেই সুযোগে "দেখন হাসির" সঙ্গে পাঠ অভ্যাস করিয়া লেখাপড়া শিখিতেন। তাঁহার পিতা এ সম্বন্ধে অপর হিন্দুপিতার মত, কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন না। তিনি কন্যাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য যত্ন করিতেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন। সংসারকার্য্যে তিনি বেশ পটু, কর্ম্মঠ, ও ক্রুতহস্ত ছিলেন। রন্ধনাদি বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বড় ভাল

বাসিতেন, সুতরাং কার্য্যাদি পরিষ্কার রূপে সহজে ও সত্বরে সম্পন্ন করিতেন। এই সকল কারণে তাঁহাকে তাঁহার পিতা একটু অধিক আদর করিতেন। অল্প বয়সেই বিলক্ষণ সতর্ক ও পরিমিতাচারিণী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার হস্তে সকল অর্থ সম্বন্ধীয় ভার দিয়াছিলেন। শরীর রুগ্ন থাকা প্রযুক্ত রন্ধনাদি কার্য্যে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সচরাচর নিযুক্ত হইতে দিতেন না, এজন্য অনেকে তাঁহাকে অলস বলিয়া নিন্দা করিত এবং তাঁহার মা তাঁহাকে "বাবু" করিয়া তুলিয়াছেন বলিয়া উপহাস করিত। তাঁহার স্মরণ ও মেধা শক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, সে জন্য, দেখিয়া শুনিয়া, অনেক বিষয় সহজে শিখিতে পারিতেন। শরীর রুগ্ন নিবন্ধন রীতিমত লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিতে পারেন নাই। যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, তাহা কেবল এই স্মরণ শক্তির প্রভাবে।

স্মৃতুমিনী বালিকা অবস্থা হইতেই রুগ্ন। তাঁহার পিতার চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকার ছিল; এজন্য কন্যাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন, এবং পাছে কোন অজীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর

দ্রব্যাদি আহার করিয়া, পীড়াদি জন্মে, এজন্য আপনার সঙ্গে লইয়া আহার করিতেন। এই রুগ্ন প্রকৃতি তাঁহার উন্নতির পথের, অনেক সময়ে, অন্তরায় হইয়াছিল। যখন তিনি ভারত আশ্রমে ছিলেন, তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম, একটু বিশেষ রূপে, উপার্জ্জন করিবেন; কিন্তু রুগ্ন প্রকৃতি বশতঃ, মনের মত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই।

কুমুদিনীর পিতার পরলোক গমনের এক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। কলিকাতার নিকটস্থ কোন রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা হয়। তাঁহাদিগের কুলক্রিয়া সম্পন্ন করা আবশ্যক ছিল, এজন্য তাঁহারা কন্যা দর্শন করিয়া পত্রাদি করিবার দিন নির্দ্ধারণ করেন। এতদবসরে, হঠাৎ সব কথাবার্ত্তা, তিন দিনের মধ্যে ধার্য্য হইয়া, কুমুদিনীর বর্ত্তমান মতানুযায়ী বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহের পর দিবস, রাজপরিবার হইতে লোক আসিয়া, শুনিল যে, কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; অগত্যা

তাহারা ক্ষুণ্ন অন্তরে প্রত্যাগমন করিল। উক্ত রাজ পরিবারের সহিত সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করিবার কারণ এই যে, কুমুদিনীর মাতা, ছেলেটিকে মাতাল ও তাহার আনুষঙ্গিক অপর কোন বিশেষ দোষ এবং তাঁহাদের সাহেবি ধরণের চাল চলন ছিল বলিয়া, এই সকল কারণে ভীত হইয়া উক্ত বিবাহে সম্মত হইলেন না। এজন্য তাঁহার মাতা আত্মীয় স্বজনবর্গের নিকট তিরস্কৃত হয়েন; কেননা, তখন কুমুদিনীর মাতার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না। তজ্জন্য আত্মীয় স্বজনবর্গ পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, উক্ত রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিলে, তাঁহার অর্থ সাহার্য্য হইবে। তাঁহার মাতা নিজ পিত্রালয়ে সুরার অত্যাচার দেখিয়া মাতালকে বড়ই ভয় করিতেন। এজন্য উক্ত রাজপরিবারের ছেলেটি দেখিতে সুন্দর ও তাহাদের অবস্থা সমৃদ্ধিশালী থাকা সত্ত্বেও তিনি মনে করিলেন যদিও একদিকে একটু ভাল ও আপাততঃ লাভপ্রদ, কিন্তু কন্যার পরিণাম পক্ষে ততোধিক ভাল হইবার নহে। তিনি আরও মনে করিলেন, যে, হয়তো কুলরক্ষার জন্য আমার

কন্যাকে বিবাহ করিয়েছে, পরে অপর এক সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে। তখন তাঁহার কন্যার অবস্থা অতি শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু, মাতালের হাতে যে কেহ কখন সুখী হয় না ও তাহাদের যে কোন ঠিক ঠিকানা নাই, এ সকল বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ ভুক্তভোগী ছিলেন। এবম্বিধ চিন্তাকরিয়া, আত্মীয়বর্গের তিরস্কার, ও আপাততঃ ক্ষতি সত্ত্বেও, রাজসম্বন্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

ইংরেজী ১৮৬৬ সালে জানুয়ারি মাসের ২০এ তারিখে, প্রায় ১১ বৎসর বয়সে কুমুদিনীর বিবাহ হয়। বিবাহের অল্প কাল পরেই, তাঁহার স্বামী উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ কারাগারের উচ্চতম বিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নৈণীতাল শৈল হইতে, লাহোরের অন্তঃপাতী মিয়ানমিরে কমিসেরিয়েট আফিসে কার্য্যানুরোধে গমন করেন। সেই সময় কুমুদিনী গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন। তাঁহার মাতা যত্নপর হইয়া ও বিশেষ রূপ চিকিৎসার দ্বারায়, তাঁহাকে আরোগ্য করেন। অনতি কাল পরে তাঁহার

একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর, উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়। পুত্র বিয়োগে মাতা অত্যন্ত কাতরা হন। ঐ সময় কুমুদিনী শোক-সন্তপ্তা মাতাকে ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কনিষ্ঠ দেবর সমভিব্যাহারে, বিবাহের পর, প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে, তাঁহার স্বামীর নিকট মিয়ামমিরে গমন করেন। তখন তথায় যাইবার কালে দুই এক দিন দিল্লী নগরীতে তাঁহারা অবস্থিতি করেন। তথায় কোন স্ত্রীলোক, তাঁহার মাতাকে বলেন যে, তোমরা "অমুকের কাছে যাইতেছ? সে যে বড়ই মাতাল"। তাঁহার মাতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। কুমুদিনীর ছেলে বেলা হইতেই স্থিরবুদ্ধি। তিনি মাকে বলিলেন, "আগেই কাঁদ কেন? চলনা সেখানেই যাই, সেখানে গেলেই সব জানা যাইবে," এই বলিয়া মাতাকে শান্ত করিলেন। পরে যথাস্থানে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, ঐ কথা একেবারেই মিথ্যা। তাঁহার স্বামী কখন মদ্যস্পর্শও করেন নাই। স্বামীর

নিকট আসিয়া, তাঁহার সহবাসে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অঙ্কুর তাঁহাদের মনে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। প্রচারক মহাশয়দের সমাগমে ও তাঁহাদের সদুপদেশে সেই ধর্ম্ম ভাব প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। লাহোরস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, সপরিবারে তাঁহাদিগের সহিত মিলিতে আরম্ভ করিয়া, সদ্ভাব বিস্তার ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহার স্বামী ব্রাহ্মবন্ধুদিগের অনুরোধ ও সহায়তাতে লাহোর সহরে রাজকীয় পূর্ত্ত বিভাগে পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। এখানে ব্রাহ্ম পরিবারদিগের সহিত সতত সাক্ষাত হওনের বিলক্ষণ সুযোগ হয়। তদ্দ্বারা ধর্ম্মভাব আরও বিকশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে তিনজন * প্রচারক মহাশয় সপরিবারে কুমুদিনীদিগের লাহোরস্থ বাটীতে উপনীত হন। এই শুভ যোগে মহাযোগ উপস্থিত হয়, কেননা তাঁহারা মাসত্রয় কাল পরিবার নির্ব্বিশেষে

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ও তাঁহার পত্নী, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু ও তাঁহার পত্নী, এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত ও একটী কন্যা।

একত্রে অবস্থিতি করেন। তাহাতেই ধর্ম্মসম্ভূত আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কাল ক্রমে, বিধাতার নিগূঢ় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, ভারত আশ্রমে জ্ঞান, ধর্ম্ম, উপার্জ্জনাশায় তাঁহারা আগমন করেন। লাহোরে অবস্থিতিকালে কুমুদিনীর সাংসারিক অবস্থা, বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। তাঁহার শরীর অপটু বলিয়া, তিনি অন্য কোন বিশেষ কঠিন দ্রব্য কদাচিৎ আহার করিতেন। দুগ্ধ তাঁহার আহার পানের বিশেষ উপকরণ ছিল। অর্থাগম যথেষ্ট ছিল, এবং সমুদয় অর্থ তাঁহারই হস্তে থাকিত; কিন্তু বিলাস বাসনা চরিতার্থে কখন তিনি অর্থব্যয় করিতেন না। স্ত্রীস্বভাবসুলভ অলঙ্কার ও বেশভূষাদি বিষয়ে তিনি মিতাচারিনী ছিলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন; এজন্য বস্ত্র শয্যা প্রভৃতি একটু অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিতেন। অলঙ্কার সম্বন্ধে চারি পাঁচ খানি অলঙ্কার বিশেষ ব্যবহার করিতেন।

কুমুদিনী গম্ভীরা ও স্বল্প ভাষিণী ছিলেন এবং আড়ম্বর বড় ভাল বাসিতেন না। কিন্তু

বন্ধু ও পরিচিত লোকদিগের সঙ্গে আমোদ, আহ্লাদ ও হাস্য বিলক্ষণ করিতেন; এমন কি কখন কখন তাঁহার হাস্যরব অতিমাত্রায় পরিণত হইত। রোগে, শোকে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে, তাঁহার হাস্যের হ্রাসতা অত্যল্প দৃষ্ট হইত। হাস্য সম্বন্ধে কেহ কোন দোষারোপ করিলে বলিতেন যে, “পশুরাই কেবল হাসেনা, মানুষ না হাসিয়া কি রূপে থাকিবে। আমি যত দিন জীবিত থাকিব তত দিন হাসিব। আমি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলে তবে আমার হাসি-বন্ধ হইবে”। তথাপি সহসা সকল স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়া, লৌকিক আচার ব্যবহার অনুসারে যথোচিত অভ্যর্থনা ও কথোপকথন করিতে পরাঙ্মুখী ছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহার ব্যবহারের ত্রুটী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অহঙ্কারী মনে করিত। প্রচলিত বিদ্রূপ কৌতুক ও উপহাসাদি তিনি একেবারেই ভাল বাসিতেন না, পরন্তু উহা গ্রাম্য অসভ্য রীতি মনে করিতেন। এমন কি তাঁহার কোন আত্মীয় পরিহাস করিয়া কোনকথা বলিলে তিনি তাহা প-ত্যাগেচ্ছে ব্যবহার

এই বলিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তাঁহার অনুকরণ করিবার শক্তি বিলক্ষণ ছিল, এবং এই মকুলে ভাব দ্বারায় অন্যের হাবভাব প্রদর্শন করত বন্ধুবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। ইং ১৮৭২ সালে ডিসেম্বর মাসে কুমুদিনী ভারতাশ্রমে আইসেন, এই সময় হইতে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, এবং জীবনের পরীক্ষা আরম্ভ হইতে থাকে। এত দিন তিনি সুখ স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিতেন। আশ্রমে তাঁহাকে অন্য অবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইল। শ্বশুরালয়ে কখন শ্বশুর শাশুড়ীর অধীনতা যে কি তাহা তাঁহাকে জানিতে হয় নাই, কিন্তু আশ্রমে আসিয়া বৃহৎ পরিবারের ব্যবহারের অধীনে তাঁহাকে বিশেষ শিক্ষা পাইতে হইয়াছিল তিনি একটু পরিষ্কার প্রিয় ছিলেন, এজন্য আহারাদি সম্বন্ধে কখন কখন বিঘ্ন হইত, কিন্তু তখনও অর্থ স্বচ্ছল থাকাতে সে অভাব উপায়ান্তর অবলম্বন দ্বারায় দূর হইত। এখানেও আশ্রমস্থ লোকদের মধ্যে কেহ কেহ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ দ্বারায় তাঁর মনে কষ্টউদ্দীপন করিত কিন্তু বন্ধুদিগের সদ্-

বাগে ও আশ্রমের ধর্ম্মভাবের প্রাদুর্ভাবে এ সমুদায় তিনি সহজে সহ্য করিতেন। ষোল বৎসর বয়ক্রম কালে ৫ই পৌষ ১২৭৮ সালে, লাহোরে তাঁহার প্রথমা কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যার নামকরণ লাহোরে অবস্থিতি কালে যথা সময়ে সমারোহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম মতানুসারে সম্পন্ন হয়, এবং তথাকার অনেক পদস্থ স্থানীয় ভদ্র বন্ধুগণও যোগ দান করিয়া পরিবারবর্গের আহ্লাদ বর্দ্ধন করেন।

১৩ নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে নারিকেল ডাঙ্গার সন্নিকটবর্ত্তী প্রসিদ্ধ ধরের বাগানের প্রশস্ত অট্টালিকায় আশ্রম নীত হয় এবং তথায় ১২৮০ সালের ১৪ই আশ্বিন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইং ১৮৭৪ সালে পৌষ মাসে তাঁহার স্বামী কর্ম্মস্থান হইতে এক মাসের অবকাশ লইয়া মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন এবং আশ্রমে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন। আশ্রমে ব্যাপার ও উৎসবের ভাব সন্দর্শনে তাঁহার মন অন্দোলিত হয় এবং বিষয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার একটী বিশেষ বেগ তিনি অনুভব করেন। ভালরূপে মন-বেগের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ

করিবার জন্য তিনি এক মাসের অবকাশ তিন মাসের জন্য বৃদ্ধি করিয়া লন। এই তিন মাসকাল কুমুদিনী স্বামীসহ আশ্রমে বাস করেন। যে সকল বাক্যালাপন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে হইত, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বামীর মনের ভাবের আভাস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সাময়িক ভাবের উত্তেজনায় কোন গুরুতর কার্য্য করা উচিত নহে, এই ভাবিয়া তাঁহার স্বামী উক্ত বেগ সম্বরণ করিবার চেষ্টা করেন এবং অবকাশ কাল শেষ হইলে, তিনি পুনঃ কর্ম্মস্থলে গমন করেন। কুমুদিনী স্বামীসহ লাহোরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। পত্নীকে লইয়া গেলে পাছে তাঁহার নিজের মনের অবস্থার প্রতিকূলতা উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকে লইয়া যাইতে অনিচ্ছুক হয়েন। এজন্য পরস্পরের মধ্যে একটু মতানৈক্য উপস্থিত হয়; স্ত্রীর যাইতে একান্ত ইচ্ছা, স্বামীর লইয়া যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা। অবশেষে জোরজবরদস্তির কার্য্য নহে, এই ভাবিয়া তাঁহার স্বামী ভগবানের উপর ইহার ফলাফল অর্পণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া

যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভগবানের আশ্চর্য্য কৌশলে, ঘটনা-স্রোত সহজে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কর্ম্মস্থানে গমন করিবার দিন-স্থির হইলে, সেই দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার স্বামী, কুমুদিনীকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলায়, তিনি উত্তর করেন যে, "আচ্ছা আর এক বৎসর আমরা আশ্রমে থাকি, এবৎসর আর যাইব না"। তাঁহার স্বামী তখন তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, ইহাকেই বলে ভগবানের লীলা। আমাদের উভয়ের জিদকে কেমন তিনি সহজে মিটাইয়া দিলেন"। তথায় গমন করিয়া তাঁহার স্বামীর মানসিক বেগ সম্বরণ হইল না। এই সময় পরস্পরে অনেক ভাবের পত্রাদি লিখিতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, যে সকল পত্র কুমুদিনী তাঁহার স্বামীকে লাহোরে লিখিয়াছিলেন, তিনি তথা হইতে চলিয়া আসিলে, তাঁহার দ্রব্যাদির সহিত সে সকল পত্র তথায় থাকে, তদ্বিষয়ে কেহ আদৌ যত্ন না করায়, তাহা নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং তাহার ভাব সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিবার আর উপায় নাই। তাঁহার স্বামী প্রচার ব্রতে ব্রতী হইলে

ইদানিন্তন, তাঁহারা পরস্পর যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কতিপয় পত্রাংশ স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। এই সময়ে কুমুদিনীর মনের ইচ্ছা জানিবার অভিপ্রায়ে, এবং আপনার অবস্থা উপলব্ধি করিবার আশয়ে, কুমুদিনীর স্বামী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমার বিষয় কর্ম্ম করিতে আর যেন ভাল লাগিতেছে না, মন বড়ই যেন উদাসীন, কে যেন মনের ভিতরে আস্তেং বলিতেছেন এ দিক ছেড়ে ও দিকে (অর্থাৎ প্রচার কার্য্যে) যা, ইহাতে তোমার অভিপ্রায় ও মত কি?" ইহার প্রত্যুত্তরে কুমুদিনী লিখেন যে, "তুমি যাহাতে ভাল থাক, এবং যাহাতে তোমার ধর্ম্ম রক্ষা হয় তাহাই কর, আমি কেন তোমার ধর্ম্ম পথে বাধা দিব।" কুমুদিনী আশ্রমে থাকিয়া প্রচারক পরিবারের অসচ্ছল অবস্থা দেখিয়া, মনে করিতেন যে, তাঁহার স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, তাঁহারও দশা তদ্রূপ হইবে, এবং সে অবস্থা, পূর্ব্ব যৌবনসম্পন্না ও সুখসচ্ছন্দেপালিতা যুবতীর পক্ষে সহজ ত্যাগ স্বীকার নহে। ইহাতে কুমুদিনীর বিশ্বাস ও নির্ভরের আভাস প্রকাশ

করে। এবম্প্রকার আশা বাক্য বাস্তবিক সহধর্ম্মিণীর উপযোগী এবং তাহা, তাঁহার স্বামীর বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল।

১৮৭৫ খৃঃঅব্দে কুমুদিনীর স্বামী মাঘেকের অবকাশ লইয়া উৎসবে যোগোদ্দেশে কলিকাতায় আগমন করেন। অবকাশ শেষ হইবার কালে তিনি কর্ম্মে ত্যাগ পত্র লিখিয়া পাঠান। এই সংবাদে আশ্রমের অনেকেই বিস্মিত হয়েন, এবং তাঁহার স্বামীর অনেক বন্ধু আসিয়া "বিষয় কর্ম্ম করিলে কি ধর্ম্ম হয় না" এই বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করেন। কুমুদিনীর মাতাও ইহার জন্য ক্রন্দন ও নানা আক্ষেপ করেন। কুমুদিনী শান্ত ও ধীর মতি সম্পন্না ছিলেন। মাতাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন, "যে, তুমি কাঁদ ও দুঃখ কর কেন? বিশেষ দুঃখ করা আমারই উচিত। যদি কাঁদিতে হয় তাহা আমারই অধিক কাঁদা আবশ্যক। অতএব ক্রন্দন করিলে আর কি হইবে। মনকে শান্ত কর, এবং ভগবান যখন জীবন দিয়াছেন তখন আহার দিবেন, অতএব তাঁর উপর নির্ভর কর"। এই বলিয়া মাতাকে শান্ত করেন।

আচার্য্যদেব আশ্রমে উপাসনা কার্য্য শেষ করিয়া গমন করিলে, দ্বিপ্রহরের সময় এই ঘটনা উপস্থিত হয়। সেই দিবস সন্ধ্যার সময় কুমুদিনীর স্বামী সমভিব্যাহারে যাত্রা করিবার কথা, কুমুদিনী এই উপলক্ষে কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন যে, "যাওয়া হইবে না ইহা আমি আগে হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। সেইজন্য যাইবার উপযোগী ব্যবস্থা আমি কিছু করি নাই ও আমার করিবার ইচ্ছাও হয় নাই"।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে কুমুদিনী রোগাক্রান্তা হয়েন। একে পূর্ণগর্ভা তাহাতে বিষম রোগ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন-সম্ভূত পরীক্ষা ও চিন্তায় শরীর কঙ্কাল সদৃশ হইয়া ছিল, এমন কি জীবনের সম্বন্ধেও সন্দেহ উপস্থিত হয়। আহারে রুচি এই এক মাত্র সুলক্ষণ ছিল। চিকিৎসকও বলিয়াছিলেন যে, "জীবনের একমাত্র আশা কেবল অরুচি আশ্রয় করে নাই" কিন্তু শরীরের দৌর্ব্বল্য হেতু প্রসব কালে সঙ্কটাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে, তিনি এমনও ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় প্রসব কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হওয়াতে

সে যাত্রা রক্ষা পান। তাঁহার স্বামী প্রচার ব্রত অবলম্বন করায়, এবৎসর বিশেষ পরীক্ষার বৎসর ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ-জনিত অর্থাভাবে বিশেষ অসুবিধা হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ দেবর ও লাহোরের বন্ধুবর্গ তাঁহার পীড়া ও কষ্টের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিশেষ রূপ অর্থ সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁহার স্বামীর কোন বন্ধু কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ কার্য্যালয়ে উপর্য্যুপরি দুইটী কর্ম্মখালি করিয়া তাঁহাকে তাহাতে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। একটী অস্থায়ী অর্থাৎ ঠিকাকর্ম্ম, মাসিক বেতন ষষ্ঠীতম মুদ্রা; অপরটীর বেতন দেড়শত টাকা। এক দিকে কষ্টের তীক্ষ্ণ বাণের উত্তেজনা, অপর দিকে প্রলোভনের মন-মুগ্ধকারী আকর্ষণ, উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কুমুদিনীর স্বামী বিষয় কার্য্যে পুনরায় প্রবৃত্ত হওয়া ভগবানের আদেশ বিরুদ্ধ কার্য্য, ইহা উপলব্ধি করিয়া উক্ত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুকে বিশেষ রূপে তাহা হৃদয়াঙ্গম করাইয়া কর্ম্ম গ্রহণে বিরত হইলেন। কুমুদিনীকে একথা জ্ঞাপন করাতে, তিনিও হাসিয়া বলিলেন "যা ছাড়া হইল তা আবার ধরা, ইহা কি ভাল দেখায়?"

১২৮১সালের মাঘ মাসে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা ১৩নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থিত ভারতাশ্রমে জন্মগ্রহণ করে। তদনন্তর তাঁহার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে, এই অবস্থায় তাঁহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর কুমুদিনীর স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশে হাবড়ার অন্তঃপাতী রামচন্দ্রপুর গ্রামে তাঁহাদিগকে লইয়া যান। তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। নৌকা যোগে আসিবার কালীন মেটেবুরুজের সন্নিকটে নৌকা জলমগ্ন-প্রায় হয়। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতা অত্যন্ত ভীতা হয়েন, কিন্তু কুমুদিনী "মৃত্যুকে ভয় করিলে আর কি হইবে, যা হবার তাই হউক" এই বলিয়া স্তম্ভিত ভাবে স্বামী ও সন্তানসহ স্থির হইয়া নৌকা মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ভগবানের কৃপায় সে সঙ্কট হইতে আশ্চর্য্য রূপে রক্ষা পাইলেন। কুমুদিনীর অন্তরে ঈশ্বর-নির্ভরের ভাব এই ঘটনার মধ্যেও বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার চতুর্থা কন্যার জন্ম হয়। কন্যাটী হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল কিন্তু সাংঘাতিক বসন্ত-রোগাক্রান্তা হইয়া

অনূ্যন বৎসরেক বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিতা হয়। বসন্ত রোগ সংক্রামক এই ভয়ে সহবাসী বন্ধু-গণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। কন্যার মৃত্যু-সঙ্কট কালে এই প্রকার বন্ধুহীন হইয়া তাঁহাদের পরীক্ষা আরও বৃদ্ধি হয়। এমন কেহ উপস্থিত ছিলেন না যে, মৃত দেহের সৎকার ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইত্যবসরে কুমুদিনীর ভগ্নিপতী আসিয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। সন্তান বিয়োগ যন্ত্রণা ও শোক সন্তাপ কুমুদিনী এই প্রথম সহ্য করেন।

ইং ১৮৭৭ সালে মঙ্গলপাড়ায় প্রচারকদিগের বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। কুমুদিনীর স্বামী এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া ছোট একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক মনে করেন। এবিষয়ে আচার্য্যদেবেরও অভিমত ছিল। কিন্তু কিছু মাত্র টাকা না থাকায় কিরূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, তজ্জন্য ব্যাকুল হয়েন। অতঃপর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়েন, ও তাঁহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া আড়াই কাঠা ভূমি ৬০০৲ শত টাকায়

ক্রয় করেন। জমি ক্রয় হইল, কিন্তু বাটীনির্ম্মাণ টাকার অভাবে কিরূপে হইবে তাঁহার অন্তরে এই প্রশ্ন উঠিল। এই সময়ে তাঁহার কোন বন্ধু প্রায় ৮০০৲ টাকা বিনা সুদে কর্জ্জ দেন; তিনি মনে করিলেন ঋণ করিব কিন্তু পরিশোধের উপায় কি, এই চিন্তা মনে উদয় হইলে, তিনি এই ভাবিলেন বাড়ীত প্রস্তুত হউক, ঋণ পরিশোধ যদি একান্ত না হয়, পরে বাড়ী বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করা যাইবে। উক্ত টাকায় বাটী নির্ম্মাণের সকল ব্যয় সঙ্কুলন যখন হইল না, তখন কুমুদিনী তাঁহার গহনাও মুল্যবান বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া বাকি টাকা দেন। তাঁহার কখনও অর্থ বা অলঙ্কারাদিতে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা এই উপলক্ষে অন্তঃ কিয়ৎ পরিমাণেও প্রকাশিত হয়। পরন্তু কুমুদিনীর হস্তে যখন সংসারের সকল টাকা থাকিত, তিনি মনে করিলে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কার প্রস্তুত অথবা অন্য প্রকারে অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। পতী-পত্নী উভয়ে সদ্বিষয়ে অর্থব্যয় করিতেন, অপব্যয় বা অন্যায় ব্যয় না হয়, এই মাত্র তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। সঞ্চয় হয়, বা না হয়, তদ্বিষয়ে ততো

ধিক দৃষ্টি করিতেন না। তিনি যেমন মিত ও সদ্ব্যয়িণী ছিলেন অপর পক্ষে, তেমনি সত্যানুরাগিণী ও নিষ্ঠাপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার স্বামী প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেও, সমাজ সম্বন্ধীয় অর্থাদি তিনি কুমুদিনীর নিকট গচ্ছিত করিয়া রাখিতেন, কিন্তু পারিবারিক কষ্ট সত্বেও উক্ত প্রচারের টাকা হইতে একটি পয়সাও কুমুদিনী কখন লইয়া যে কষ্ট দূর করিবেন এক বারও এমন ইচ্ছাকে মনে স্থান দেন নাই। যদি কখন দৈবাৎ তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট হইতে প্রচারের কোন টাকা লইতে বিস্মৃত হইতেন, তিনি নিজে স্মরণ করাইয়া সে টাকা প্রত্যর্পণ করিতেন। তিনি এবিষয়ে এমন খাঁটি ছিলেন যে, পাছে এবিষয় কোন ভুলভ্রান্তি হয় তজ্জন্য প্রচারের টাকা স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করিতেন না। তবে যদি অনুরোধে উহা তাঁহার নিকট রাখিতে বাধ্য হইতেন, তাহা এমন পৃথক ভাবে সতর্কতার সহিত রাখিতেন যে, ভুল কোন মতে না হইতে পারে। তাঁহার স্বভাবের তেজস্বীতা অসত্যকে প্রশ্রয় দিত না এজন্য কখন কখন অপ্রিয় সত্য ও উচিৎ

কথা বলিতে সহজে তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। এই স্বভাব নিবন্ধন সত্যানুরাগ-সম্ভূত উচিত কথার জন্য বন্ধুদিগের নিকট সময়ে সময়ে তিনি অপ্রিয় হইয়া পড়িতেন। তিনি মৃত্যুর দিনও ছেলে-দিগকে কোন খাদ্য সামগ্রী বণ্টন করিয়া দিবার কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলেন "তুমি কি এ পেয়েছ? দেখ, খবরদার, মিথ্যা কথা বলিও না"। তাঁহার সত্যপ্রিয়তা তাঁহাকে সময়ে সময়ে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিত। এজন্য কখন কখন তাঁহার ব্যবহার কোমলতার সীমাকে অপাধিক অতিক্রম করিত। তাঁহার নিষ্ঠাচার শিষ্টাচা-রের সহিত যদিও সতত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিত না, কিন্তু তাঁহার সরল হাস্য স্বভাব সে অভাব—সে ক্ষতি মোটের উপর পূর্ণ করিত।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশে তিনি মঙ্গলবাড়ীর নূতন ভবনে আসিয়া অধিবাস করিতে থাকেন। ১২৮৫ সালের ২৫এ আষাঢ় মঙ্গলবারে তাঁহার প্রথম পুত্র অর্থাৎ পঞ্চম সন্তানের জন্ম হয়। সংসার যে অসার তাহার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়। এই নবপুত্রের আগমনে আনন্দের সমাগম

হইতে না হইতেই অতি হৃদয় বিদারক শোচনীয় ঘটনা কুমুদিনীর পরিবারের মধ্যে সংঘটিত হইল। তাহাতে তাঁহার প্রাণে শেল বিদ্ধ করিল। পুত্রের জন্মগ্রহণের ষষ্ঠ মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা এবং মধ্যমা কন্যা মাসদ্বয়ের মধ্যেই মৃত্যু-মুখে পতিতা হয়। তাঁহার স্বামী আচার্য্যদেবের সহিত প্রচার যাত্রায় বাঁকিপুরে অবস্থিতি কালে তাঁহার মধ্যমা কন্যা জ্বর ও প্লীহাদি রোগে অনেকদিন হইতে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। পরে তিনি প্রচার যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইলে অল্পদিন পরেই জ্যেষ্ঠা কন্যার কাল হয়। এই নিদারুণ শোক কুমুদিনীর হৃদয়কে বড়ই ব্যথিত করে। মৃত্যু তাঁহার স্নেহের সামগ্রী হরণ করিল, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক হাস্য ভাবকে অপহরণ করিতে পারিল না। রোগ শয্যায় সন্তানদিগের শুশ্রূষা করিতে তিনি বিলক্ষণ পটু, তৎপর ও সাবধান ছিলেন। তাঁহার এই সাবধানতা সম্বন্ধে কেহ কখন উপহাস করিলে, ঔষধাদি সেবনে অসাবধানতা নিবন্ধন যে সকল দুর্ঘটনা ও অকালমৃত্যুর সংবাদ যাহা তিনি

সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ করিতেন, সেই সমস্ত উল্লেখ করিয়া, উক্ত উপহাসকারীদিগের কেবল যে উপহাস বন্ধ করিয়া দিতেন এমত নহে, কিন্তু ইহার আবশ্যকতা বিশেষ রূপে হৃদয়াঙ্গম করাইয়া দিতেন। তাঁহার এই গুণের জন্য প্রসিদ্ধ ডাক্তার খাস্তগির মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। কুমুদিনী উক্ত চিকিৎসক মহাশয়ের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তক বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতেন এবং তদনুসারে স্বাস্থ্যের নিয়ম, সন্তানাদির সম্বন্ধে যথা সাধ্য পালন করিতেন। উক্ত পুস্তক অনেক পরিমাণে তাহার কণ্ঠস্থ ছিল।

কুমুদিনী স্বাধীনমনা ছিলেন। শরীর রোগ-গ্রস্ত হইলে, তাঁহার সম্বন্ধে বায়ু পরিবর্ত্তনের কথা মধ্যে মধ্যে উত্থাপিত হইত, কিন্তু তিনি সে জন্য অন্য কোন স্থানে গিয়া, পাছে কোন বন্ধুর গলগ্রহ ও ভারবহ হয়েন, এই আশঙ্কায় কোন বন্ধুর আবাসে যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। পাছে কোন প্রকারে অসদ্ভাব, বন্ধুবিচ্ছেদ অথবা অসন্তোষকর ব্যাপার সমুদ্ভূত হয়, এবং নিজে অর্থব্যয়ে অক্ষম জানিয়া, তন্নিবন্ধন বন্ধুর

মনে কোন প্রকারে বিকার উৎপন্ন করে, এবম্বিধ ভয় প্রযুক্ত স্থানান্তরে বন্ধুর আবাসে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন এবং বলিতেন, “ আর কেন ? পচার অন্ন খাইতে খাইতে পৃথিবী হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল ”। কোন কোন বন্ধু তাঁহাকে লইয়া যাইবার বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দূরতা নিবন্ধন অথবা উপরোক্ত কারণে তিনি যাইতে ইচ্ছা করিতেন না। কনিষ্ঠা ভগিনীকে কন্যা নির্ব্বিশেষে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তজ্জন্য তাঁহার বাড়ীতে তাদৃশ আদরাভাব সত্ত্বেও বারেকদ্বয় গিয়াছিলেন। বিশেষ সমারোহ, নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে ছোট ছোট সন্তানাদি লইয়া গেলে পাছে কাহার কোন বিঘ্ন হয়, অথবা কেহ কোন দোষারোপ করে, এই কারণে তিনি আপনাকে সে সব আমোদ আহ্লাদে বঞ্চিত করিতেন। তাঁহার স্বভাবের এই বিশেষত্ব প্রযুক্ত তাঁহাকে আপন গৃহাভ্যন্তরে প্রায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত।

কুমুদিনী ধীর, সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীলা ছিলেন। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দুঃখ পরী-

ক্ষার গুরুভার তাঁহার উপর পড়িয়া ছিল ; কিন্তু তিনি অকাতরে সে সব বহন ও সহ্য করিয়া, মুখের হাস্য ভাব কখন ম্লান হইতে দেন নাই। সমস্ত আবর্জ্জনা, ধীরতারূপ সম্মার্জ্জনীর দ্বারা সহজেই বিদূরিত ও পরিষ্কৃত করিয়া ফেলিতেন। প্রচারক পত্নীর অভাব অনাটনের কথা বলা বাহুল্য, তাহার উপর সন্তানবতী মাতার উত্ত-ক্তির কারণের অপ্রতুল কিছুই নাই, নিজ অবস্থা ও সন্তানগণই তাঁহার উপাদান কারণ। ইহা-তেই যে প্রচারক পত্নীর পরীক্ষা শেষ হইল তাহা নহে; সহবাসী প্রতিবাসীগণের ব্যবহার অল্পাধিক কষ্টের ব্যাপার, স্ত্রীলোক মাত্রেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। এসকল অসুবিধা হইতে তিনি যে মুক্ত ছিলেন তাহাইবা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে ? এপ্রকার অসুবিধায় নিপ-তিত হইয়া ও সন্তানদিগকে কচিৎ তিরস্কার বা কচিৎ অত্যল্প প্রহার ব্যতীত, তাঁহাকে কখনও চীৎকার বা কোন্দল করিতে দেখা যায় নাই। তিনি যৎপরোনাস্তি শোকসন্তাপ ভোগ করিয়া ছিলেন, কিন্তু কখনও চীৎকার রবে ক্রন্দন করিতে,

অথবা শোকে অতিমাত্র বিহ্বল হইতে তাঁহাকে দেখা যায় নাই। তাঁহার শোকাবেগ অন্তর্ম্মুখীন হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে কথঞ্চিৎ কাল তাঁহার শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করিত, কিন্তু তাহা বহির্ম্মুখীন হইয়া সহসা তাঁহাকে কখনও বিহ্বল করে নাই।

১২৭৭ সালের কার্ত্তিক মাসে তিনি স্বয়ং জ্বর, যকৃৎ প্রভৃতি রোগে আক্রান্তা হইয়া বড় কষ্ট ভোগ করেন। এই রোগের সময় তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী স্থানান্তরে থাকায় তাঁহার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই রোগ শয্যায় বিবিধ যন্ত্রণা তিনি শান্ত ভাবে সহ্য করেন। "পীড়া সঙ্কট" এই ভয় সূচক অনুজ্ঞা দিয়া চিকিৎসক মহাশয় তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত ঔষধাদি ব্যবহার ও সেবন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু লোকাভাবে এ সম্বন্ধে ক্রটী হওয়ায়, রোগীর কষ্ট সমধিক বৃদ্ধি হয়। এই সকল কষ্ট ও অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁহাকে নিতান্ত কাতরা ও অধীরা হইতে দেখা যায় নাই, কিন্তু স্থির ও শান্ত ভাবে সব সহ্য করিতেন। এই যে যকৃতাদি তাঁহাকে আশ্রয় করিল ইহা হইতে তিনি আর নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন

নাই। সময়ে সময়ে তাহা কেবল মাত্র সংযত থাকিত, কিন্তু আবার সংযম ক্রমে বিক্রম প্রকাশ করিত। তাঁহার শরীর ভগ্ন হইবার সূচনা এখন হইতে আরম্ভ হইল। অবস্থা সম্ভূত এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে, বস্ত্রাদির অনাটন প্রযুক্ত, গৃহান্তরে গমনে সঙ্কট উপস্থিত হইত, এবং সময়ে সময়ে প্রতিবাসী প্রদত্ত অত্যল্প শাক মাত্র অন্নের উপকরণ করিয়া, ভোজন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। ইহার জন্য কখন তাঁহাকে বিরষ বদন হইতে ও বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। এমন কি এ সকল বিষয় অপর কেহ জানিতেও পারিতেন না। একদা যখন তাঁহার স্বামী, প্রচারার্থে বিদেশে অবস্থিতি করিতেন, প্রচারক মহাশয়দিগের আহারীয় প্রস্তুত করিয়া দিবার লোকাভাব হওয়াতে, তিনি মাসাধিক কাল, তাঁহাদিগের ভোজন-তৃপ্তি-কুশল সম্বর্দ্ধনাশয়ে অপটু শরীর সত্ত্বেও নিজে ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দিতেন, এবং মধ্যাহ্ন কাল অবসানে তাঁহাদিগের উপাসনান্তে ভোজন সম্পন্ন হইলে, নিজে আহার করিতেন। এতাবৎকাল, অবস্থা ঘটিত

নিরম্বু উপবাসী থাকিতেন। এই স্বেচ্ছা-সম্ভূত-কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সেবা-স্পৃহা চরিতার্থে প্রবৃত্ত হইয়া শরীর রুগ্ন-ভগ্ন হইয়া পড়িলে, অগত্যা রন্ধন ভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব, শরীরের রুগ্নত্ব, আচার ব্যাবহারের গূঢ়ত্ব ও নির্দ্দোষ সারল্যের সার তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক বন্ধুরাও তাঁহার প্রতি নিন্দাবাদ, অপবাদ, অপযশ ও অন্যায় বাক্যারোপ করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। কুমুদিনীকে আজীবন পরীক্ষানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, ইহা বলিলে যে অত্যুক্তি হয় এমন নহে, কারণ অনেক সময়ে তাঁহাকে অমূলক সন্দেহযুক্ত অসভ্য ব্যবহারে ও বাক্যবাণে বিশেষ রূপে মর্ম্মাহত ও ক্ষুণ্ণ হইতে হইয়াছিল। তথাপি এ সমুদয় দুঃখাবেগ ভগবানের দিকে তাকাইয়া তিনি শান্ত মনে সম্বরণ করিতেন। কোন কোন কথা তাঁহার প্রাণে শেষ কাল পর্য্যন্ত শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল; তথাপি তাহা যথা সাধ্য সংগোপন করিয়া নিজ স্বভাবের গাম্ভীর্য্য, মানসিক ধৈর্য্য ও হৃদয়ের প্রশান্ততা রক্ষা করিতেন।

রোগ যন্ত্রণায় বিশেষ কষ্ট হইলেও অধীরা হইয়া উচ্চরবে কাতরোক্তি বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব কখনই প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যুত রোগাদির সময় আশ্চর্য্যরূপে কষ্ট সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহার বিশেষ সহিষ্ণুতার পরিচয় অনেক সময়ে তিনি বিলক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮০৫ শকের ২০এ বৈশাখে কুমুদিনীর কনিষ্ঠা ভগিনীর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তাঁহারই বাটীতে হইয়াছিল ও সেই শকের ৩০এ আশ্বিন সোমবারে তাঁহার একমাত্র বর্ত্তমান কন্যা মৃত্যু গ্রাসে নিপতিতা হয়। এই শোক সম্বরণ তাঁহার পক্ষে নিদারুণ পরীক্ষার বিষয় হইলেও তাহা তিনি বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সহ্য করেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয় এই সময়ে তাঁহার স্বামীকে সান্ত্বনা সূচক এই নিম্ন লিখিত পত্র খানি লিখেন।ঃ—

কানপুর, ২১এ অক্টোবর ১৮৮৩।

শুভাশীর্ব্বাদ,

শোকের উপর শোক তোমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। অতি

ভয়ানক পরীক্ষা বারম্বার তোমার মস্তকের উপর পড়িতেছে। তুমি আর কত সহিবে? তোমার পারিবারিক দুর্ঘটনা রাশি দেখিয়া কে না ব্যাকুলিত হইবে? সকলেই দয়া প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা ও উপদেশ দিবে। উপদেশ দেওয়া সহজ, পালন কঠিন। সুদৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন মনকে স্থির রাখা অসম্ভব। এমন বিশ্বাস চাই যাহা ভগবানের গূঢ় লীলা বুঝিয়া তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া থাকিতে পারে। ভাবুক ভিন্ন লীলা বুঝিবে কে? প্রসাদ চাও; যিনি ফকির করিলেন তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর। বিপদে যখন মা দেখা দিবেন তখন আর অশান্তি থাকিবে না। আমাদের মা খুব ভাল, এটী কেবল মানিলে হইবে না। কিন্তু দুঃখ বিপদে তাঁকে দেখিতে হইবে। অন্ধকারে দেবী দর্শন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। পরিবারের সকলকে আশীর্ব্বাদ দিবে।

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

কুমুদিনী মধ্যে মধ্যে উক্ত পত্র খানি পাঠ করিয়া মনকে প্রবোধ দান করিতেন। পত্র খানি যত্ন পূর্ব্বক বাক্সের মধ্যে রাখিতেন। ইহার দাসত্বের মধ্যে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের

স্বর্গারোহণ হওয়ায়, তিনি সাতিশয় মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়েন ও এই শোকাবেগ সম্বরণের উপায় স্বরূপ উক্ত পত্র খানি পাঠ করিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দান করিতেন।

১৮৮৭ খৃঃ অঃ শেষাংশে কুমুদিনীর শরীর পুনঃ রোগাক্রান্ত হয়। চিকিৎসক বলেন যে, শরীরে বিন্দুমাত্র রক্ত নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। এজন্য অনুজ্ঞা করেন যে, পথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা না হইলে জীবন সংশয় হইতে পারে। দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পান করিবার তিনি বিধি দেন। এজন্য প্রীতি-ভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত লক্ষণ চন্দ্র আশ মহাশয় নিজ দয়া গুণে, এক সের খাঁটি দুগ্ধ তাঁহার নিত্য ব্যবহারের জন্য নিজ ইচ্ছাতে ব্যবস্থা করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন ও অপর কয়েক জন বন্ধু তাঁহার রোগ নিবারণ জন্য ঔষধের ব্যয়ভার বহন করেন। এই সকল বন্ধুদিগকে কুমুদিনী কৃতজ্ঞতা দিবার জন্য তাঁহার স্বামীকে অনুরোধ করেন। ঈশ্বর কৃপায় তিনি এ যাত্রা আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু সার্দ্ধেক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে আবার তাঁহার শরীরে রোগের লক্ষণ লক্ষিত হইতে আরম্ভ হয়।

কুমুদিনীর রোগের স্থূল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল। স্বভাবত তিনি যে রুগ্ন ছিলেন তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। তাহাতে দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক ও বিবিধ প্রকার যন্ত্রণাদি দ্বারায় সময়ে সময়ে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার শরীর অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়ে। রক্তাভাব প্রযুক্ত দুর্ব্বলতা তাঁহার শারীরিক রোগের মূল কারণ হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে শীরঃপীড়া (মস্তক ঘূর্ণন) আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অম্ল-রোগ ও পেটের পীড়ার সঞ্চার হয়, ক্রমে জ্বর, কাশী, অর্শ, প্লীহা ও যকৃৎ ইত্যাদি বিবিধ উপ-সর্গ তাঁহার শরীরকে আশ্রয় করে। প্রথমে রোগ এত সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, এত শীঘ্র তাহা মারাত্মক হইবে চিকিৎসক তাহা কিছু-তেই মনে করিতে পারেন নাই। উত্তরোত্তর রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ঔষধাদির গুণে জ্বরের অল্পাধিক প্রকোপ যদিও অল্পকাল হ্রাস হইল বটে, কিন্তু বিশেষ ফল প্রদর্শন করিতে পারিল না। মৃত্যুর মাসেকের পূর্ব্ব হইতেই মুখচ্ছবি পরি-বর্ত্তিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রলাপ উপস্থিত

হইল এবং তদনন্তর অরুচি আরম্ভ হইল। ক্রমান্বয়ে পেটের পীড়া ও কাশী বৃদ্ধি হইল, আনুষাঙ্গিক শ্রবণ শক্তি ও শৌচাদি বন্ধ প্রায় হইয়া তাঁহার জীবনকে মৃত্যুমুখীন করিতে লাগিল। যখন পীড়ার অল্প সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়, কুমুদিনী দুর্ব্বলতা ও অন্যবিধ অসুস্থতা সত্ত্বেও মাতার পরিশ্রম লাঘব করিবার উদ্দেশে সংসারের কার্য্যাদি অতি কষ্টে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার মাতা কমলকুটীরে নিত্য প্রত্যুষে দেবালয়ের কার্য্য করিতে যাইতেন। মাতা এত পরিশ্রমের পর আবার রন্ধনাদি আরম্ভ করিলে, তাঁহার সাতিশয় কষ্ট হইবে এই বিবেচনা করিয়া তিনি নিজে রন্ধন করিতে যাইতেন। শরীর নিতান্ত অপটু এজন্য রন্ধন কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম-ঘরে শয়ন করিতে বাধ্য হইতেন। একদা এই অবস্থায় তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিতা ও অজ্ঞান হইয়া পড়েন; সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার মাতা তদসময়ে দেবালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগতা হয়েন এবং কন্যাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া সাতিশয় ভীতা হয়েন, এমৎকালে চিকিৎসক মহাশয়ও দৈবক্রমে

তাঁহাদিগের বাটীতে উপস্থিত হয়েন। তিনি পরীক্ষা দ্বারায় নাড়ী অতি ক্ষীণ জানিয়া তৎক্ষণাৎ কোন ঔষধ বিশেষ সেবন করাইয়া রোগীর চৈতন্যোদয় করেন। দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য পুষ্টিকর ঔষধ ও আহারের বিধি করেন। তন্মধ্যে আমিষসম্বন্ধীয় পুষ্টিকর পথ্য ও ঘৃতপক্ক ভোজ্য ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়। এই আহার লইয়া নিদারুণ শ্লেষ বাক্য তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করা হইলে, তচ্ছ্রবণে, তিনি বিশেষ রূপে মর্ম্মাহত হইয়া, একেবারে তাহা পরিত্যাগ করেন। আর্য্যবংশের নারী জাতির মধ্যে মাংস আহার অতি বিরল, সুতরাং তিনি যে মাংস ভোজী ছিলেন না ইহা বলা বাহুল্য। এমন কি জীবনের শেষ ভাগে মৎস্য আহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও অল্পদিবসের জন্য আমিষ ভক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। কিন্তু জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইল বলিয়া, তাহা নিবারণ করিবার জন্য, অল্প কুইনাইন দেওয়া বিধি হয়। যে দিন

হইতে এই বিধি হইল, সেই দিনই জ্বরের আর বিচ্ছেদ হইল না, সুতরাং কুইনাইন সেবন করাইবার কোন সুযোগ হইল না। তখন এলোপ্যাথিক মতে যাহাতে জ্বরের গতি রোধ করাযায়, তদুদ্দেশে ঔষধ সেবন করান হইতে লাগিল। জ্বর একশত ডিগ্রির নীচে আসিলে, সেই সুযোগে কুইনাইন দেওয়া হয়। এসময়ে কাশীও একটু কমিয়াছিল। চিকিৎসকেরও একটু আশা হইয়াছিল। কুমুদিনী যাঁহার চিকিৎসারাধীনে * ছিলেন তিনি এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, এবং পূর্ব্বে যখন আর একবার তাঁহার সঙ্কট রোগ হইয়াছিল, তখন ইঁহারই চিকিৎসায়, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এ চিকিৎসকের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। হঠাৎ একদিন জ্বর বৃদ্ধি হইল, কি জানি বহু মাত্রা ঔষধ সেবনে, অথবা অন্তর-গরম হইয়া কিম্বা তিথি যোগে ইহার প্রাবল্য হইল ; এই বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস গুপ্ত, প্রাণধন বসু, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী ও ব্রজ গোবিন্দ সরকার তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

দুই তিন দিন ঔষধ বন্ধ করিয়া দেন। পরে তিনি রোগের অবস্থার পরিবর্ত্তন, ও কাশীর বৃদ্ধি দেখিয়া একটু ভীত হয়েন, এবং পূর্ব্বে যেমন "কিছু ভয় নাই, আরোগ্য লাভ করিবেন" এবম্প্রকার আশা দিতেন, এবার আর তাদৃশ সাহসের সহিত কিছু বলিলেন না। পরন্তু কুমুদিনীর মনের আশা নিস্তেজ হইতে লাগিল। এবং "আবার জ্বর হইল" ইহা মনে করিয়া তিনি বুঝিলেন এবার আর জীবনের আশা নাই। এত দিন ভাল হইবেন এমন আশা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সে আশা পরিত্যাগ করিলেন। এরারুট, বার্লি, দুগ্ধ, মিছ্‌রি এই মাত্র তাঁহার পথ্য ছিল। এত দিন কষ্ট করিয়া তিনি এলোপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিতেন, এক্ষণে আর জীবনের আশা নাই, তবে কেন বৃথা তীব্র ও তিক্ত ঔষধ সেবন করিব, এই মনে করিয়া উক্ত ঔষধের পরিবর্ত্তে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পূর্ব্বেকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে † আনা হইল, ইনিও একজন কৃতবিদ্য, যশস্বী ও বিজ্ঞ চিকিৎসক।

---

† ডাক্তার ডি; এন রায়।

তিনি রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা তাদৃশ সুলক্ষণযুক্ত মনে করিলেন না, তথাপি "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ." এই ভাবে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। রোগীও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে তাদৃশ কষ্ট নাই, সেই জন্য তাহা সেবন করিতে লাগিলেন। রোগের যন্ত্রণা ভিতরে২ তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেন, কিন্তু সহিষ্ণুতা বলে সব চাপিয়া রাখিতেন, বিশেষতঃ মাতার কষ্ট নিবারণ জন্য বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতেন না। কাশী বড়ই কষ্টপ্রদ হইয়াছিল, কাশীতে কাশীতে কখন কখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তথাপি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতা নিবন্ধন শৌচ ক্রিয়াদি পরিত্যাগ করিতে, গৃহের বহির্ভাগে যাইতেন। কেবল মৃত্যুর দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে, বন্ধুদিগের বিশেষ অনুরোধে, ও শৌচপ্রস্রাব নিবন্ধন শয্যাদি অপরিষ্কার না হইতে পারে এবিষয়ে ব্যবস্থা করায়, শয়নাবস্থাতেই উক্ত ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেন। অতীব লজ্জাশীলা ছিলেন বলিয়া গাত্রাবরণ বা পরিধেয় বস্ত্র বিশৃঙ্খল হইতে না

পারে, এবিষয়ে যথা সাধ্য সতর্কতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। শৌচ ক্রিয়াদির সময়, অপর কোন স্ত্রীলোক পর্য্যন্তও নিকটে থাকিলে, তাহাকে অনুনয় করিয়া, গৃহের বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিতেন। যখন শরীর অপেক্ষাকৃত সবল, এবং বাঁচিবার আশা প্রবল ছিল, তখন স্বামীর কোন স্থানে, উপাসনা বা অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণাদি হইলে, তথায় যাইবার জন্য, নিজে তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। কিন্তু শেষাবস্থায় তিনি স্থানান্তরিত হয়েন, এমত ইচ্ছা করিতেন না। কারণ সেবাশুশ্রূষা অধিকাংশ তাঁহাকেই করিতে হইত। মাতা সংসারের কার্য্য ও পথ্যাদি প্রস্তুত বিষয়ে ব্যস্ত থাকিতেন, এবং রাত্রিকালে পর্য্যায় ক্রমে, রাত্রি জাগরণ করিতেন; তদ্ব্যতীত মার প্রাণ, প্রিয়তমা কন্যার মুমূর্ষু অবস্থা দর্শনে অবসন্ন হইয়া পড়িত, সুতরাং স্বামীর উপর রাত্রিজাগরণ, ও অপর সেবার ভার বিশেষ রূপে ন্যস্ত থাকিত। তাঁহার শারীরিক বিকার, কিয়ৎ পরিমাণে চিত্তবিকার সমুপস্থিত করিয়াছিল। সে জন্য যদিও তিনি, সময়ে

সময়ে অচেতন প্রায় হইয়া, প্রলাপ ও অসংলগ্ন কথা বলিতেন, কিন্তু কথার অসঙ্গত্ব ও অসংলগ্নত্বের ভিতর কোন অপকর্ষতা প্রাকাশ পায় নাই। নিদ্রাবস্থায় যেন কাহার সহিত সদালাপ, সৎ প্রসঙ্গ, ও সঙ্গীতাদি করিতেছেন, এই ভাব প্রকাশ হইত। শুক্লপক্ষে শশধর, মেঘাচ্ছন্ন হইলেও যেমন শুক্লপক্ষের লক্ষণ একেবারে বিলুপ্ত হয় না এবং মেঘমালা অন্তর্হিত হইলেই চন্দ্রমার শুভ্রজ্যোতি আবার প্রকাশিত হয়, অথবা শরৎ কালের মেঘমালা সূর্য্যকে ক্রীড়ার বস্তুসম করিয়া যেমন কখন তাহার কিরণজাল আচ্ছন্ন কখন প্রমুক্ত করিয়া অপূর্ব্ব ভাবে রহস্য বিকাশ ও লীলা প্রকাশ করিতে থাকে, কুমুদিনীর বিকার অবস্থায় ও প্রলাপের সময়, চিত্তের ও মানসিক ভাবের তদ্রূপ হইত। তাঁহার হৃদয়ের গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্ছ্বাস ও চিত্তশুদ্ধির বিকাশ এই প্রলাপের মধ্যেও, যেন মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় বিশেষ লাবণ্য ও শোভা ধারণ করিত।

কুমুদিনীর এই পীড়ার সময়, প্রচারক দিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ও মতভেদের অবল প্রাদু-

মিত হয়, সুতরাং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির হ্রাস হইয়া পড়ে। তদ্ধেতু অন্যে সেবাশুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ও অনুসন্ধান স্পৃহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এত,বৎ কাল আত্মীয় স্বজন ব্যতীত, কচিৎ তিনি কাহারও সাক্ষাৎ লাভ করিতেন। কেহ সদালাপ, সদুপদেশ, ও উপাসনাদি দ্বারায় এই সঙ্কট কালে তাঁহাকে যে সান্ত্বনা দিবেন ও সুখী করিবেন, এমন সৌভাগ্য তাঁহারা ভাগ্যে ঘটে নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধ-সংযুক্ত ভাই ভগ্নী যে, তাঁহার শুশ্রূষা, কিম্বা তাঁহার সহিত কোন বাক্যালাপ, অথবা সৎপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আশা ভরসা দানে, তাঁহার রোগভার—মনভার লাঘব করিবেন, কিম্বা তাঁহার চিত্তের স্ফূর্ত্তি সম্পাদনে সহায় হইবেন, এরূত,দৃষ্টান্ত অতি বিরল দৃষ্ট হইয়াছিল। এক জন প্রচারক রোগশয্যায় শায়িত হইয়া, বিশ্বাস ও নির্ভরকে উজ্জ্বল ও অক্ষুন্ন রাখিবেন, ইহা কিছু বিচিত্র কথা নহে; কেমনা তিনি, জনসাধারণের শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তাঁহার নিকট লোক আসা সম্ভবপর এবং আসিলেই শিক্ষা প্রদা-

নের সুযোগ সমুপস্থিত হওয়া সহজ, সুতরাং তাঁহার ভাব-ভক্তির দ্বার সৎপ্রসঙ্গ প্রভাবে উৎঘাটিত হওয়া এবং ইহা তাঁহার রোগ যাতনা সম্বরণের উপায় হইয়া মানসিক তেজকে রক্ষা করা বড় অসম্ভবপর নহে, কিন্তু একটি রুগ্না নারী, যাহাব এতাদৃশ বাহ্যিক সম্বল বিরল, তাহার পক্ষে রোগ শয্যায় নিরাশ্রয়তা কেমন সঙ্কট—কেমন কষ্টকর! পক্ষান্তরে ইহার উপর আবার অর্থাভাব, বন্ধু বিচ্ছেদ, ও অন্যবিধ পরীক্ষা, আশা ভরসার নিশ্বাসকে যেন তমসাচ্ছন্ন করিয়া, কত ভয় ও নিরাশা উদ্দীপন করিবার সম্ভাবনা ছিল! এমত সঙ্কটাবস্থায়, কুমুদিনী নিজ নির্জ্জন শাস্ত সাধন, অধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও নির্ভর প্রভাবে বিধাতার কৃপায় আপনার ধর্ম্ম ভাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন। রোগ শয্যায় ও মুমূর্ষাবস্থায়, তাঁহার আশ্চর্য্য ধর্ম্ম ভাব দেখিয়া, জনেক শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় এই রূপ বলেন যে, 'ঈশ্বর নরজাতীর ভিতর যেমন তাঁহার স্বর্গীয় সর্ব্ববিধানকে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি যে তাঁহার নারীজাতির প্রতি উদাসীন নহেন, ইহার যেন প্রমাণ প্রদর্শন করিবার

উপলক্ষ স্বরূপে, ইহাঁর জীবনে যেন নিজে গোপনে বসিয়া, এই আশ্চর্য্য রহস্য প্রকাশ করিলেন'। কুমুদিনীর সৌভাগ্য এই যে, সাধন সম্বন্ধে খ্যাতি প্রতিপত্তি না থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু শয্যায় স্বর্গীয় ভাব-ব্যঞ্জক হাসি দ্বারায় রোগ শোক জয় করিলেন। রোগ যন্ত্রণার মধ্যে, আপনার শান্ত সহিষ্ণু ব্যবহারে হরিলীলা প্রদর্শন করিলেন। তিনি নিদ্রায় অভিভূতা হইয়াও স্বপ্নাবস্থায় কখন হাসিতেন, কখন আশ্চর্য্য কথা বলিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি আচার্য্য দেবকে স্বপ্নে দেখিতে ছিলাম—উঁহার সহিত অনেক কথা কহিতে ছিলাম।" তিনি সঙ্গীত বড় ভাল বাসিতেন, এমন কি ভিখারী বৈষ্ণবদিগকে গান গাইতে শুনিলে তাহাদিগকে ডাকাইয়া আনিতেন এবং তাহাদিগের ভক্তি বিষয়ক গান শুনিয়া তাহাদিগকে পয়সা ও চাউল দিয়া বিদায় করিতেন। পত্র লিখিবার কালে পত্রের শিরোদেশে তৎকালীন মনের ভাব ব্যঞ্জক গানের প্রথমাংশ লিখিতেন, যথা :—"বিপদ ভঞ্জন দয়ালহরি। হরি তোমা বই কেউ নাই আমার। হরি সুখে সুখী চিরদিন," ইত্যাদি।

এই রোগাবস্থায়ও নিজ ভাবোচ্ছ্বসিত সঙ্গীত করিতেন এবং এতদবস্থায় তিনি অনেক গুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কে জানিত যে, তিনি এত শীঘ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অবিনশ্বর রাজ্যে গমন করিবেন ? নতুবা সে সকল সঙ্গীত যত্ন সহকারে সংরক্ষা করা যাইতে পারিত। তাঁহার রচিত ২।৩টী সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া স্থানান্তরে প্রকাশ করা গেল। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় যে সকল বিশ্বাস ও নির্ভরের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বিবিধ পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে সকল স্থানান্তরে উদ্ধৃত করা হইল। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি বিষয় প্রকাশ করা যাইতেছে।

কুমুদিনী স্বভাবত বড় লজ্জাশীলা ছিলেন। নারী জাতির লজ্জাই ভূষণ। কিন্তু এই লজ্জাশীলতার প্রণালী দেশ ভেদে—জাতি ভেদে ভিন্ন২। যাবনিক শাসন কালে আমাদের দেশে এতদ্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, এবং তদ্ধেতু বর্ত্তমান প্রচলিত প্রথানুসারে অবগুণ্ঠন লজ্জার পরিচায়ক এবং অন্তঃপুর-কারাবাস ও বাক-শূন্যতা তাহার উপায় মাত্র হইয়াছে। এই সংস্কার বশতঃ বঙ্গ

অঙ্গনাগণ সেই পুরাতন রীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের লজ্জাশীলতাকে চরিতার্থ করেন। পক্ষান্তরে আধুনিক অস্মদ্দেশীয় কোন কোন মহিলাগণ পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চ্চার প্রাদুর্ভাব বশতঃ শ্বেতাঙ্গিনীগণের আচার ব্যবহার অনুকরণ প্রিয়া হইয়া পূর্ব্বপ্রথা একেবারে উপেক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কুমুদিনী এদুয়ের কোনটার বিশেষ পক্ষপাতিনী ছিলেন না, কিন্তু এই দুয়ের এক রকম মিলন করিয়া এক স্বাভাবিক সামঞ্জস্যের ভাব আপনার স্বভাবে অনুসৃত করিয়াছিলেন। অবগুণ্ঠনাদি যে একবারে নিষ্প্রয়োজন তাহা তিনি মনে করিতেন না, সুতরাং তাঁহার আচার ব্যবহারাদি তদনুসারে সংরচিত হইয়াছিল। লজ্জা ভাব রূপে যদি হৃদয়ে ঠিক প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইলে আচার ব্যবহারে তাহার প্রকাশ সহজ ও সুন্দর হইয়া থাকে। নতুবা প্রথা-সম্ভূত লজ্জা কেবল আড়ম্বর মাত্র। অতি অল্প বয়স হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব তাঁহার স্বভাবে প্রতিফলিত হওয়াতে এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ও ব্যবহার বিশুদ্ধ প্রথা আশ্রয় করিয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহাকে পুরাতন পদ্ধ-

তির অধীন আদৌ হইতে না হওয়াতে তদ্‌সম্বন্ধীয় সংস্কার তাঁহাকে যেন স্পর্শ করিতে পারে নাই। তথাপি দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থানুসারে তাহার আবশ্যকতা তিনি স্বীকার করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতেন। দাম্পত্য ব্যবহার সম্বন্ধে যদিও তিনি পুরাতন রীতি সচরাচর অবলম্বন করা অনাবশ্যক মনে করিয়া, তদনুসরণ করিতেন না এবং তন্নিবন্ধন যদিও তিনি স্বামীসহ সর্ব্বসমক্ষে বাক্যালাপ করিতেন ও বাক্যালাপ কালে লুকাইত অথবা অবগুণ্ঠনে আবৃত হইতেন না, তথাপি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসার স্পষ্ট পরিচয় বাহ্য ব্যবহারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এমন কি স্বামী সেবা, শুশ্রূষা ও আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য জানিয়াও তৎসাধনে সহসা প্রবৃত্ত হইতে তিনি লজ্জানুভব করিতেন। চলিত ভাষায় যাহাকে "মুখচোরা ও লোকলজ্জা" অথবা " চক্ষুলজ্জা " বলে, অবস্থা, ঘটনা ও সময় বিশেষে তিনি ইহার পরতন্ত্র হইয়া পড়িতেন এবং কার্য্যে বিঘ্ন জনিত দুঃখ প্রকাশও করিতেন। তাঁহার এ স্বভাবের জন্য বন্ধুদিগের সদ্ভাব সত্ত্বে

ভৎসনা তাঁহাকে সহ্য করিতে এবং অপর লোক-দিগের নিকট নিন্দা ভাজন হইতে হইত। এই "চক্ষুলজ্জা" প্রযুক্ত তিনি তাঁহার স্বামীর বিশেষ পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত নিজে অপরিচিত বলিয়া তিনি তাঁহা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেও সহসা বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক সাক্ষাৎ করিতেও পারিতেন না। এই লোকলজ্জা বশতঃ তিনি অপরিচিত স্থানে বা লোকালয়ে যাইতে বড়ই কুণ্ঠিত হইতেন। এই প্রকৃতি মূলক লৌকিকতার অভাব প্রযুক্ত তিনি সকলের নিকট তত প্রিয় হইতে পারিতেন না এবং ব্যবহার-কুশলতায় তাদৃশ পটু না থাকায় সাধারণতঃ লোক-মন-রঞ্জনে প্রতিষ্ঠা লব্ধ হয়েন নাই। পীড়ার অবস্থায় জনৈক চিকিৎসক তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা কালে তিনি যেরূপ অস-প্রতিভ ভাবে তাঁহার রোগের আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে চিকিৎসক মহাশয় তাঁহার সলজ্জ ভাবের ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

নারী সুলভ প্রবৃত্তির উপর কুমুদিনীর স্বাভাবিক একটু বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল। এই গুণই

তাঁহার জীবনে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল এবং কোন স্ত্রীর স্বভাবে ইহার অভাব ও বৈলক্ষণ্য দেখিলে বা জানিলে, তিনি তাহার প্রতি বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন, এমন কি সহসা বাক্যালাপ করিতেও ইচ্ছা করিতেন না। দাম্পত্য যোগকে তিনি পবিত্র ও নিত্য যোগ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এজন্য সাধারণতঃ বিধবা বিবাহকে তিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ পদ্ধতি মনে করিতেন না। একদা "আর্য্যবিধবা" নামে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক কোন বন্ধু কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়া তিনি আদরে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন 'পুস্তক খানি মন্দ হয় নাই, কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধ যে চির অকাট্য সম্বন্ধ এবং স্বামী বিয়োগে সেই সম্বন্ধকে সজীব রাখিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত গ্রহণ করা যে শ্রেয়, ইহা উল্লেখ করিলে ভাল হইত।' এসম্বন্ধে তাঁহার ভাব উচ্চ ও জীবন বিশুদ্ধ ছিল। এই বিশুদ্ধ-ভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে সময়ে২ মন কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। প্রত্যুত তিনি বৈধব্য অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ও বিড়ম্বনাপ্রদ মনে করিতেন এবং ইহা

তাঁহার পক্ষে অতি অসহ্যনীয় ছিল। কিন্তু বাল্য বিধবা দিগের প্রতি তিনি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। আশ্রমে অবস্থিতি কালে, "আদর্শ সতী চরিত" প্রবন্ধ তাঁহাকে লিখিতে দেওয়া হয়, কোন গ্রন্থের প্রচারক মহাশয়, তাহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "কুমুদিনী! প্রবন্ধ বেশ হইয়াছে বটে, কিন্তু একটু অতিরঞ্জিত হইয়াছে"। এই যে অতিরঞ্জন তাঁহার এসম্বন্ধে উচ্চ আদর্শের পরিচয় মাত্র। দুঃখের বিষয় এই যে, সে প্রবন্ধটি এক্ষণে অপ্রাপ্য, নতুবা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে ভাল হইত।

কুমুদিনী দীন দরিদ্রের প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করিতে যত্নশীলা ছিলেন। এসম্বন্ধে দান-শীলতার মত অবস্থা অনুকূল ছিল না। তথাপি তিনি আপনাদের আহারীয় চাউল ও পয়সা হইতে দীন-সেবা-বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন অথবা কোন অবস্থাপন্ন লোককে অনুরোধ করিয়া দরিদ্র দিগের সাহায্য করিতেন। কখন কখন পুরাতন বস্ত্রাদি গরিবদিগের জন্য দাতব্য সভায় দান করিতেন।

উপাসনার প্রতি কুমুদিনীর বিশেষ অনুরাগ ছিল, তিনি উপাসনা কালে স্থির ভাবে তাহাতে মগ্ন থাকিতেন। কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে প্রচারক মহাশয়েরা সমবেত হইয়া প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা করিতেন, তথায় মহিলাগণও উপস্থিত থাকিতেন। কুমুদিনী সেই উপাসনায় নিত্য যোগ দিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অবস্থা-ঘটিত নানা অসুবিধা প্রযুক্ত সে আশা নিয়মিত রূপে চরিতার্থ করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। ছোট ছোট ছেলেদের তত্ত্বাবধারণের অপ্রতুলতাহেতু ইচ্ছা সত্ত্বেও অভিলাষ প্রত্যহ পূর্ণ হইবার বিশেষ বিঘ্ন সংঘটিত হইত বলিয়া ক্ষুব্ধ হইতেন। কিন্তু কখন কখন মন্দিরের ভৃত্যকে বাজার খরচের পয়সা দ্বারা পরিতোষ করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে সন্তান দিগকে সমর্পণ করিয়া দেবালয়ে গিয়া উপাসনায় যোগদান করিতেন। কখন বা উপাসনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সন্তানদিগকে বিনা তত্ত্বাবধারণে রাখিয়া দেবালয়ে গমন করিতেন, এমন কি সময় বিশেষে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনীকে উপাসনার

যাইবার জন্য বলিতেন "সব ফেলিয়া আগে উপাসনায় চল, ছেলেদের জন্য ভাবিত হইও না।" সময়ে সময়ে শরীর দুর্ব্বল প্রযুক্ত, মহিলাদিগের উপাসনায় যোগ দিবার আশয়ে অতি কষ্টে উপাসনার স্থলে উপনীত হইতেন এবং অধিক কাল ব্যাপিয়া বসিয়া থাকিতে অক্ষম হইলেও উপাসনায় যোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য এমন কি সময়ে সময়ে তথায় শায়িত অবস্থায় থাকিতেন। শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিলে উৎসাহের সহিত উপাসনা কীর্ত্তনাদিতে প্রাণ ভরিয়া যোগ দিয়া অনেক দিনের মনের সাধ মিটাইতেন। কখন কখন এত উৎসাহ হইত যে, রাত্রি বিলক্ষণ অধিক, এমন কি শেষ প্রায় হইত। মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাঁহার জীবনে একটী অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন গূঢ় ভাবে আশ্রয় করিয়াছিল; তাহার বিশেষ প্রমাণ ব্যবহারাদিতে প্রকাশ পাইত। উপাসনা, সেবা ইত্যাদি বিষয়ে একটু বিশেষ রূপে অনুরাগ ও ভক্তির বিকাশ ইদানিন্তন প্রকাশমান হইত। ফলতঃ তাঁহার

পুরাতন অভ্যাসাদি অনেক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া, একটি নূতন যুগান্তরের সঞ্চার করিয়াছিল। ইহা তাঁহার চিন্তা কার্য্য ও আলাপাদিতে বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। ১৮১০ শকের উৎসবে বহুল উৎসাহের সহিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত থাকেন এবং কোন বন্ধু "তোমার শরীর ভাল নয় এতাধিক রাত্রি জাগরণ তোমার পক্ষে অনুচিত" ইহা বলায় উত্তর করেন যে, "এ বৎসর সাধ মিটাইয়া উৎসব তো করিয়া লই, কি জানি আগামী বৎসর যদি আর যোগ দিতে না পারি।" বর্ত্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৮১১ শকের উৎসব কালে তাঁহার শরীর সাতিশয় দুর্ব্বল সত্বেও, ১লা জানুয়ারীতে দেবালয়ের উৎসব দিনে তথায় এই বলিয়া উপস্থিত হন "যদি আর না যাইতে পারি আজ একবার উপাসনায় বসি"। অধিক দিন বাঁচিতে হইবে না, এ কথা প্রায় বলিতেন, ইহাতে তাঁহার মা বলিতেন "ছেলেদের বিবাহ দিবে, আহ্লাদ করিবে ও সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, মরিবার কথা এত কেন বল?" তদুত্তরে হাসিতেন মাকে

বলিতেন "ছেলেদের বে—মা বেহাল ?" শরীরের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘ জীবন একেবারেই আশা করিতেন না। এই সময়ে তিনি মায়া মুক্ত ও সংসার আসক্তি শূন্য হইয়াছিলেন ; কেননা ছেলেদের এত ভাল বাসিতেন, যেন চক্ষের আড়াল করিতেন না ও যাহাদের তত্ত্বাবধারণ, রোগ শয্যায় পড়িয়াও করিয়াছেন, কিন্তু যে দিন হইতে রোগ প্রবল হওয়া প্রযুক্ত জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকল আসার সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। ছেলেদের কথা তার পর হইতে আর, এক দিনও মুখে আনেন নাই ও সংসার সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কথা কহেন নাই। মৃত্যু সম্বন্ধীয় কোন কথা তাঁহার মাতাঠাকুরাণী এক দিন উত্থাপন করিলে তিনি বলিয়াছিলেন "আমার মৃত্যুতে কিছু মাত্র ভয় নাই, মা তুমিও দেখিতেছ আর ঈশ্বরের মা আরও ভাল রূপে আমাকে দেখিতেছেন।" তাঁহার মাতাঠাকুরাণী দুঃখ করিলে, কুমুদিনী সময়ে সময়ে বলিতেন "দুঃখ কিসের ? ওসব অগ্রাহ্য"। মাতাঠাকুরাণীকে কাঁদিতে দেখিলে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি

বলিতেন "ধাকে আর কিছুতেই পারিলাম না, আগে আর পাছে, সকলেরই তো এক দিন আছে।" মৃত্যুর দিন এক জন প্রচারককে বলেন "আমার এক পয়সারও ভাবনা নাই, কেবল মা কাঁদিলেই আমার মন খারাপ হয়।" পাড়ার জনৈক প্রচারক পত্নী এক দিন জিজ্ঞাসা করেন "কৈ কুমুদ আর ছেলেদের আদর করিয়া ডাক না কেন?" তাহাতে তিনি বলেন "তোমরা ডাকিও, ও সব অসার মায়া মাত্র।" এক দিন তাঁহার ছোট ছেলে বলে "মা আমি তোমাকে ভাল বাসি, মা আমি তোমার কাছে শুইব" তাহাতে তিনি বলেন, "যা, আমার কাছে শুয়ে মায়া বাড়াতে হবে না।" ঘুমের ঘোরে অনেক বার বলিতেন "আমি তারিণী ভমরা খেলাতে এসেছি বেলা গেল মা ডাকেন ঘরে।" মৃত্যুর একদিন পূর্ব্বে যখন দুই জন* প্রচারক মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং রোগের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া বলেন "কাণে কিছু কম শুনি, এই জন্ত ত্রৈলোক্য বাবুর সুমধুর গান শুনিবার খুব ইচ্ছা থাকাতেও

---

*মহাশয় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ও শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র।

উঁহার সরু সুর বলিয়া উঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করি না, আপনি উচ্চ স্বরে গান করিলে বোধ হয় শুনিতে পাইব।" তচ্ছ্রবণে শ্রদ্ধাস্পদ কান্তি বাবু আশা ও সান্ত্বনাপ্রদ সঙ্গীত করিবেন এই মনে করেন, কিন্তু সহসা তাহা আরম্ভ না করিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন, কি গান করিব ? তাহাতে তিনি বলেন "বেলা গেল সন্ধ্যা হল" অর্থাৎ হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী, "কবে যাব সেই অমর ধামে, এই গান করুন।" গানের সময় তিনি মুদ্রিত নয়নে তুড়ি ও কর-তালি দ্বারা গানে যোগ দেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন নিজে অনেক গান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু এক দিবস উঁহাকে দেখিতে আইসেন তখন উঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, এবং তিনি এক দিন কুমুদিনীর নিকট উপাসনা করিবেন এ কথা বলেন, কিন্তু কুমুদি-নীর যে এত সত্বর মানব লীলা সম্বরণ হইবে তাহা তিনি মনে করিতে পারেন নাই। এই জন্ত উৎসব উপলক্ষে ভাগলপুরে যাইবার আবশ্যক হওয়ায় তিনি হঠাৎ তথায় গমন করেন। এক

দিবস একটি ফুলের তোড়া কুমুদিনীকে কেহ পাঠাইয়া দেন, তদ্দর্শনে তিনি হাসিয়া বলেন "আহা কি সুন্দর! একটি গ্লাস পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর সাজাইয়া রাখ।" গ্লাসের উপর রাখা হইলে বার বার তাহা দেখিতে থাকেন ও আহ্লাদ প্রকাশ করেন এবং বলেন 'আহা! ভগবানের কি সৃষ্টি।" উক্ত ফুলের তোড়া দেখিয়া প্রতাপ বাবুর যে এক দিন উপাসনার কথা ছিল কুমুদিনীর তাহা মনে হয় এবং তজ্জন্য বলেন "আজ বুঝি প্রতাপ বাবু উপাসনা করিতে আসিবেন, সেই জন্য ফুলের তোড়া পাঠাইয়াছেন।" কুমুদিনী ফুল বড় ভাল বাসিতেন। রোগের সময় তাঁহার নিকট ফুল আনা হয় এক দিন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহার কিছু কাল পরেই তাঁহার মাতা দেবালয় হইতে একটি গোলাপ ফুল স্বইচ্ছায় তাঁহার জন্য আনেন। সেই ফুলটী দেখিয়া কুমুদিনী আনন্দিত হইয়া মাথায় রাখেন ও বলেন "আহা যা চাই তা পাই।" শ্রদ্ধেয় উমানাথ বাবু মহাশয় কুমুদিনীর জীবনের শেষ দিনে কতকগুলি সুন্দর

ফুল ও মিষ্ট ফল ও দুইটী কমলালেবু আনাইয়া দেন। ফুল দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া বলেন "আহা কি সুন্দর! কি পবিত্র জিনীস, আজ যেন ফুলের বাজার বসেছে, আজকার দিন আমি ফুলের উপর শুইব।" ঐ ফুল হইতে একটী গোলাপ ফুল হাতে লইয়া ক্রমাগত ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন, একটী ফুল ডাক্তার মহাশয়কে দিলেন এবং দুই একটী ফুলের পাপড়ী চুলের ভিতর রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন "মা হাসেন ফুলের ভিতর তাই ফুল এত ভাল বাসি।" পরে কমলালেবু ছাড়াইয়া উমানাথ বাবু মহাশয়কে এক কোয়া দেন এবং কাশী আছে ও লেবু ঠাণ্ডা, খাইলে পাছে কাশী বৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কাতে নিজে খাইতে ইচ্ছা করেন নাই; কিন্তু বন্ধুদিগের অনুরোধে একটু খাইয়া বলেন, আহা! কি সুন্দর, এমন মিষ্ট লেবু কখনও খাই নাই।" পরে স্বামী, ছেলেদের ও অপর সকলকে বন্টন করিয়া দিতে দিতে তথায় সৌদামিনী * দিদি উপস্থিত থাকায় তাঁহাকে দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা

* স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পত্নী।

নিঃশেষ হইলে বলেন, আরত ফুরাইল না। এসময়ে তাঁহার ভাব অতি সুন্দর, অতি চমৎকার হইয়াছিল। যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

এই অবস্থায় পরম শ্রদ্ধেয়া আচার্য্য-পত্নী ও তাঁহার পরিবারের কেহ কেহ কুমুদিনীকে দেখিতে আইসেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিয়াছিলেন এবং তৎকালীয় ক্ষীণাবস্থা সত্ত্বেও উৎসাহ সহকারে তাঁহাদিগের সহিত অনেক বাক্যালাপ করেন। কুমুদিনীকে ইহাঁরা একটু বিশেষ ভাল বাসিতেন ও আদর করিতেন এমন কি আচার্য্যপত্নী কুমুদিনীর প্রকৃতি অনুসারে আদর করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে রহস্যচ্ছলে এই প্রকার বলিতেন যথা—"কহেন সদা কুমুদিনী, কত শত রোগ কাহিনী, দুঃখেতেও হাস্যবদনী।" কুমুদিনীও তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। এ দেখা শুনা যদিও তাদৃশ সুখকর ব্যাপার ছিল না, তথাপি কুমুদিনীর এবম্প্রকার নিরাশ্রয় অবস্থাতে ইহা কথঞ্চিৎ আনন্দবর্দ্ধক

বোধ হইয়াছিল। রোগের সময় কণ্ঠ শুষ্ক হইত বলিয়া বেদানা খাওয়া আবশ্যক হইত। এই দিন কমলকুটীর হইতে বড় বড় বেদানা ও গোলাপ জল তাঁহার জন্য আইসে, তাহা দেখিয়া বিশেষ ভাল বাসার দান ও আদরের সামগ্রী বলিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করেন। এই দিন তাঁহার আরও অনেক পরিচিতা ও সুহৃদয় ভগিনীগণ তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। তাঁহারা ইঁহাকে মুমুর্ষাবস্থাপন্ন দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হয়েন, কেননা পীড়া যে এত শীঘ্র সাংঘাতিক হইবে ইহা তাঁহারা মনেও করিতে পারেন নাই।

মৃত্যুর দিন সন্ধ্যার সময় পাড়ার অনেক প্রচারক পত্নী কুমুদিনীর গায়ে হাত দিয়া জ্বর আছে কি না দেখিতে ছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন "আর দেখ কি, সন্ধ্যা হইয়া আসিল।"

অদ্য সন্ধ্যার অত্যল্প পরে ভক্তিভাজনীয়া আচার্য্যদেব-মাতা কনিষ্ঠা পুত্রবধু সমভিব্যাহারে কুমুদিনীকে দেখিতে আইসেন। এসময়ে কুমুদি-নীর বাহ্যজ্ঞান ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয় ও লোক

চিনিবার শক্তি অবসন্ন হইয়া পড়ে, তথাপি আচার্য্য-মাতাকে যেন চিনিতে পারিয়াছেন, এই ভাবে কষ্টেসৃষ্টে যথাসাধ্য হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কথা কহিবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা অস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হওয়াতে "দীনহীন" এই মাত্র শব্দ ব্যতীত আর কিছু বুঝা গেল না। তাঁহারা স্নেহ সহকারে ও সকাতরে অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাইবার কালীন তাঁহাদের মধ্যে কোন একটী মহিলা কুমুদিনীর পদস্পর্শ করিয়া নমস্কার করেন ও পদধূলি লয়েন। বন্ধুবর্গ সম্বন্ধে তাঁহার এই শেষ বিদায়।

রোগ শয্যায় শায়িত হইয়া তাঁহার নির্ভরের ভাব, বিশ্বাসের তেজ, ভক্তির সরসতা ও ব্যবহারের কোমলতা দেখিয়া অনেকে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যেন ভেদাভেদ ভাবকে বিদায় দিয়াছিলেন। শত্রু মিত্র এপ্রকার ভেদজ্ঞান তিনি এসময়ে যেন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কেননা যাহাদের সহিত পূর্ব্বে কিছু ভাবান্তর ও কোন রূপ মনান্তর ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া

মিষ্টালাপন বা কোমল ব্যাবহার দ্বারা সদ্ভাব ও সম্মিলন স্থাপন করিতেন; বিবাদ বিসম্বাদের কথা একবারেই আর উত্থাপন করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে, পরিজন এবং অপরাপর বন্ধুবর্গকে তিনি একবার প্রাণভরে দেখিয়া সুখী হন; কিন্তু ঘটনা-বশতঃ তাহা যথা সময়ে সংঘটিত না হওয়াতে সে সৌভাগ্য তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার জীবনের সংশয়াবস্থা জানিয়া বন্ধুরা তাঁহাকে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তখন তাঁহার দর্শনশক্তি এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি সকলকে চিনিতেও সক্ষম হয়েন নাই। মনের এই প্রশান্ত ও উদার ভাবাপন্নাবস্থায় তিনি তাঁহার স্বামীকে বলেন, "যদিও আমি কাণে শুনিতে ভত পাইনা, বাবুরা সকলে একত্র হইয়া যদি আমার নিকট একবার উপাসনা করেন, তাহা যত শুনিতে পাই বা না পাই একত্রমিলিত উপাসনার ছবি দেখিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইতে পারি, এমত যোগাড় কি হইতে পারে না?" তাঁহার মন অনন্তের দিকে যেন ছুটিতে উদ্যত, যাঁহার আত্মা-

পক্ষী দেহপিঞ্জর মুক্ত হইয়া চিদাকাশে যেন উড়িতে উন্মুখ ও তাঁহার প্রাণ ভবসাগর পার হইয়া অপার জলধিতে যেন ভাসিতে ব্যাকুল, নিম্ন লিখিত তাঁহার কথার ভাবেতে তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইবে। এক দিন স্বামীকে বলেন "দেখ এ ছোট ঘরে আর থাকিতে ইচ্ছা করে না; খুব এদেশ ওদেশ, এরাজ্য ওরাজ্য—নানা স্থানে আমাকে লইয়া যাইতে পার? আমার খুব খোলা প্রশস্ত জায়গায় যাইতে ইচ্ছা হয়।" আর এক দিন স্বামীকে বলেন "দেখ আমার সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে বড় অভিলাষ হইতেছে; খুব এক খানা বড় জাহাজে শুয়ে থাকি, চারিদিকে জলরাশি দেখি, আহা! কি সুন্দর শোভা! দেখিতে বড় সাধ হয়। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউ খুব উঠিতেছে, তাহার মাঝে আমি শুয়ে আছি, আহা! কি আরাম, ভাবিলেও প্রাণ জুড়ায়।"

২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার, রাত্রি অনুমান সাড়ে বার ঘটিকার সময় কুমুদিনী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার পূর্ব্বে মঙ্গলবার হইতে তাঁহার জীবনের শেষ লক্ষণ লক্ষিত হয়। কখন

কখন অজ্ঞান অচেতন প্রায়, সময়ে সময়ে বিকারে বিহ্বল ও প্রলাপ প্রাবল্য এবং মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সৌদামিনীর ন্যায় দিব্য জ্ঞানের বিকাশ হইয়া কতবার ভক্তি ও বিশ্বাসের কথা কহিয়াছিলেন। যাহাহউক তাঁহার মৃত্যু শান্ত ভাবে হইয়াছিল। কাশীর প্রাবল্য থাকাতে ভয় হইয়াছিল বুঝি শেষ কালে অধিক যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ হইবে, কিন্তু তাঁহার জীর্ণ শীর্ণ কলেবর আর কত সহ্য করিবে? বন্ধুরা * নিকটে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ও রোগীর অবস্থা দেখিয়া মনে করিলেন তিন চারিটা রাত্রি কালে মৃত্যুর সম্ভাবনা, এমন সময়ে বারটা বাজিবার পরক্ষণে হঠাৎ তাঁহার প্রাণবায়ু বিনির্গত হইল, যেন জীবন তরীখানি অনন্ত সাগরে "টুপ" করিয়া ডুবিল! অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন, বক্ষে হস্ত ও সহাস্য বদন! যেন যোগাভাস প্রকাশ করিল। জগজ্জননী যেন তাঁহার রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট সন্তপ্তা কন্যার প্রাণকে জুড়াইবার জন্য তাহাকে আপন শীতল ক্রোড়ে ডাকিয়া লইলেন এবং তিনিও যেন মার

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমানাথ ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ।

শীতল আশ্রয়ে সুস্থির—মুক্ত প্রাণ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে হাসিতে লাগিলেন। মৃত্যু যোগে যখন কুমুদিনীর আত্মা-পক্ষী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া সুরোগ্যামাভিমুখে গমন করিল, তাঁহার মুখমণ্ডল এক অত্যাশ্চর্য্য প্রভাযুক্ত হইয়াছিল। ঝড় ঝটিকা অবসানে প্রকৃতি যেমন এক অপূর্ব্ব সুন্দর শান্ত ভাব ধারণ করে, তাঁহার যাতনামুক্ত মুখছবিও তেমনি এক মনোহর কান্তি ধারণ করিয়াছিল। দারুণ রোগযন্ত্রণার অত্যাচারে তাহার যে স্বাভাবিক হাসি আচ্ছন্ন করিয়াছিল এখন রোগাবসানে সেই হাসি উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া জনৈক ব্রহ্মের প্রচারক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "দেখ দেখ কি চমৎকার মুখের হাস্যছবি!" সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল যে—

"আহা কি সুখের মরণ! কে বলে মরণ! এ যে নূতন জীবন!
গভীর যাতনায় প্রাণ, করে যেন আন চান,
তবু ভাবানন্দ রসে, হৃদয় মগন।
কোথা মৃত্যু, কোথা রোগ, নিরানন্দ হাস্যযোগ!
এ প্রকার ভাবযোগ, দেখিনি কখন।
দেখ রে সব প্রতিবাসী। কুমুদিনীর মুখ হাসি।
হাসি হাসি যান চলি, অমর ভবন!"

নিশি অবসানে বন্ধুগণ ক্রমে ক্রমে সমাগত হইলেন। প্রাতে দশ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃতদেহ পরিষ্কার ও নির্ম্মল সত্বেও, বিধি অনুসারে স্নাত, পরিষ্কৃত ও সুগন্ধিযুক্ত করিয়া, পরিধানে লাল পাড়যুক্ত নব বস্ত্র, শির দেশে ও ললাটে রক্তিম সিন্দূর ফোঁটা, পদ যুগল অলক্তরঞ্জিত ও মস্তকের কেশ গুলিকে যথা নিয়মে বিন্যস্ত করা হয়। পরে পুষ্পমালায় সজ্জিত নব খটিকায় মৃত দেহকে শয়ন করান হইলে, শয্যার উপর বিধিমত গোলাপ জল সিঞ্চিত ও বিচিত্র বর্ণের পুষ্প বর্ষিত হইয়াছিল। তদনন্তর উপস্থিত প্রতিবাসিনীগণ তাঁহাকে শেষ বিদায় দিবার কালীন নমস্কার করিলেন; কেহ কেহ পদধূলি গ্রহণ করিলেন; এবং কেহ বা "ভাগ্যবতী এয়োস্ত্রীর মরণ মা স্বর্গ গমন" এই বলিয়া সাদরে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শ্মশান ঘাটেও কতকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার বিষয় অবগত হইয়া, উক্ত ভাবাবেশে তাঁহার খ্যাতি ঘোষণা করিয়াছিল। "তিনি ধন্য সৌভাগ্যবতী সতী যে স্বামী পুত্রাদি

জাজ্বল্যমান রাখিয়া হাসিতে হাসিতে সংসার ধাম হইতে স্বধামে—স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন" এই বলিয়া কেহ বা তাঁহার যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

যথাবিধি অনুসারে মৃতদেহ পরিষ্কৃত, সুগন্ধিযুক্ত ও সুসজ্জিত করণান্তর তৎকালীয় প্রার্থনা কার্য্য সম্পন্ন হইলে যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে কুসুম-শোভিত পালঙ্কে শায়িত মৃতদেহকে বন্ধুগণ* বহন পূর্বক "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন ও সৎকার স্থানাভিমুখে গমন করিলেন। গৃহাভ্যন্তরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শ্মশান স্থলে উপস্থিত হইলে উত্তম রূপে পরিষ্কৃত স্থানে শবশয্যা স্থাপন করা হয়, তদনন্তর যথেষ্ট পরিমাণে শুষ্ক এবং দাহ্য কাষ্ঠে যথোচিত আয়তন পরিমাণে একটী

* প্রাতৃস্পদ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ, উমানাথ, মহেন্দ্রনাথ, কেদারনাথ, কান্তিচন্দ্র ও প্রসন্নকুমার এবং শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসু, মহেন্দ্রনাথ নন্দন, লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহ, সত্যশরণ গুপ্ত।

চিতা নির্ম্মিত হইলে, সমস্ত শয্যা সহিত বস্ত্রাবৃত শবদেহ তদুপরি ধীরে ধীরে স্থাপন করা হয় ও সময়োচিত প্রার্থনান্তর দীপ শলাকা তাহাতে সংলগ্ন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত বিধি অনুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বন্ধুগণ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। শবশরীর ভস্মীভূত হইলে তাহার ভস্মরাশি একটি উজ্জল ধাতু পাত্রে ভক্তি পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া গৃহে আনীত হয়। শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত ঐ পাত্র গৃহের উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত এবং শ্রাদ্ধ-বাসরে বিধি অনুসারে সমাধি নিহিত করা হয়। কুমুদিনীর আত্মীয়বর্গের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, শোক চিহ্ন তাঁহারা একটু দীর্ঘকাল ধারণ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়কায় ও নিতান্ত বালক এ প্রযুক্ত দশ দিন মাত্র তাহা পালন করা হয়। তদনুসারে ৪ঠা চৈত্র রবিবারে (ইং ১৬ই মার্চ্চ ১৮৯০) তাঁহার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নবসংহিতা বিধি অনুসারে সম্পন্ন হয়। এতদুপলক্ষে শ্রাদ্ধের দান সামগ্রী ঈশ্বরের নামে শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের সহিত পরলোক গত আত্মার সম্মানার্থে এবং জনসমাজের উপকারার্থে

উৎসর্গ করা হয়। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ ব্যতীত আরও কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ† শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন। কুমুদিনীর মঙ্গলপাড়াস্থ ভবনের উত্তর পূর্ব্ব কোণে উক্ত সমাধিটী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এক খানি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে নিম্ন লিখিত শব্দ সমূহ খোদিত করিয়া তাহাতে সংলগ্ন করা হইয়াছে।

দেবী কুমুদিনী।

জন্ম—১৬ই অগ্রহায়ণ,	স্বর্গারোহণ, ২৪শে ফাল্গুন,
শুক্রবার, ১৭৭৭ শক।	শুক্রবার, ১৮১১শক,
ইং ১লা ডিসেম্বর,	রাত্রি দ্বিপ্রহর,
১৮৫৬।	ইং ৭ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

হাস্যময়ী জননীর আমি চিরদাসী।
তাঁর মুখ চেয়ে যেন, চিরদিন হাসি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

---

† শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, গিরিশচন্দ্র ও প্রাণকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, করুণাচন্দ্র সেন, কুঞ্জবিহারী সেন, দীননাথ চক্রবর্ত্তী, রাজেশ্বর দাস, অতিমুক্তেশ্বর সিংহ, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও চন্দননগরস্থ কালীনাথ ঘোষ।

শ্রাদ্ধ-বাসরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুম-দার মহাশয় কুমুদিনীর সম্বন্ধে তৎকালোপযোগী একটী সুমিষ্ট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রার্থনা উপস্থিত বন্ধুগণের অনেকের হৃদয়কে বিগলিত করিয়াছিল। তাহা এখন অপ্রাপ্য সুতরাং তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। এতদ্ব্যতীত তিনি রবিবার সায়ং-কালীন উপাসনার সময় কুমুদিনীর বিষয় সহৃদয়তার সহিত বিশদ রূপে শান্তি কুটীরস্থ উপাসক মণ্ডলীর নিকটে উল্লেখ করিয়া উপ-দেশ দিয়াছিলেন এবং ঢাকাস্থ শ্রদ্ধেয় ভ্রাতৃগণ তত্রত্য দেবালয়ে কুমুদিনীর আত্মার মঙ্গলার্থ বিশেষ প্রার্থনা করিয়া মহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

কুমুদিনীর মৃত্যুতে অনেক বন্ধুরাই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন এবং কোন কোন বন্ধুরা ‡ দুঃখ

‡ শ্রীযুক্ত রাজা গড়ুরে নারায়ণ গজপতী রায় বাহাদুর, মান্দ্রাজ; শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী, কাকিনা, রংপুর; শ্রীযুক্ত রায় মাধবচন্দ্র রায়বাহাদুর, ঢাকা; শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণ চন্দ্র আশ, মজফনগর; শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র, ভাগলপুর; বঙ্গচন্দ্র

প্রকাশ করিয়া, সহানুভূতি পরিচায়ক পত্র তাঁহার স্বামীকে লিখিয়াছেন অথবা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্ধুরোচিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের পরিবারবর্গ বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সময়োপযোগী যথেষ্ট সহায়তা দানে আমাদিগকে বিশেষ বাধিত ও কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ঢাকা, প্যারীমোহন, চট্টগ্রাম; বলদেব নারায়ণ, মজফরপুর, আসামস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র, বালা ও ভগবতীচরণ ঘোষ, গোলাঘাট; গঙ্গাগোবিন্দ সরকার ও প্যারীশঙ্কর দাস, বগুড়া, অঘোরচন্দ্র ঘোষ, চন্দননগর; ও হরিনাথ সিংহ, কুড়িগ্রাম; শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর; শ্রীকৃষ্ণ-চট্টোপাধ্যায়, হুগলী; লাহোরস্থ—লালা রলারাম ভিমভাট ও কাশীরাম; গোপালচন্দ্র ঘোষ, লক্ষ্ণৌ; হরচন্দ্র মজুমদার, আজমির; আসামস্থ—কে রাম দাস বাইছু, শিবসাগর; প্রসন্ন কুমার ঘোষ, গোলাঘাট; চন্দননগরস্থ—যদুনাথ ঘোষ, অন্নদা প্রসাদ দত্ত ও বৈকুণ্ঠনাথ দে; শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, কাঁচড়াপাড়া; হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুচবিহার; শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, রঙ্গপুর; আশুতোষ রায় ও ত্রৈলোক্যনাথ দাস, অমরাগড়ী; প্রিয়নাথ মল্লিক, হাবড়া; হরিমোহন সিংহ, হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণ; কলিকাতাস্থ—ক্ষেত্রমোহন দত্ত, বসন্তকুমার দত্ত, কালীদাস সরকার, মধুসূদন সেন, জয়চরণ মহলানবিস, ইত্যাদি।

যে সকল সহৃদয়া ভগিনীগণ কুমুদিনীর অকাল মৃত্যুতে আত্মীয়তা সহকারে দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন সুরুচি বিরুদ্ধ মনে করিয়া তাঁহাদিগের নামোল্লেখ এখানে করা হইল না। কিন্তু আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতার স্রোত তাঁহাদিগের ও উপরোক্ত বন্ধুদিগের প্রতি চির প্রবাহিত রহিল।

পরিশিষ্ট।

শ্রীমতী কুমুদিনীর সম্বন্ধে সংবাদ পত্রিকা-দিতে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক ভাই রামচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী গত ২৪শে ফাল্গুন শুক্রবার রাত্রি ১২৷ টার সময় কলিকাতায় মঙ্গলবাড়ীতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন হইতে পুরাতন পীড়ায় রুগ্ন অবস্থায় থাকিয়া কয়েক মাস শয্যা-গত হইয়া ছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে মৃত্যুর জন্য তিনি বেশ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী যাহাতে শোকার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন না করেন তজ্জন্য তাঁহাকে এমন সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন যে তাহা স্মরণ করিয়া তিনি আর শোকে বিহ্বল হইতে পারেন নাই। এই স্বর্গীয়া ভগ্নী এক সময়ে সাংসারিক বেশ সুখ স্বচ্ছন্দতায় অবস্থায় ছিলেন। স্বামী প্রচারক হওয়াবধি সাংসারিক অভাব; শারীরিক অসুস্থতা ও সন্তানগণের বিয়োগ শোকে তাঁহাকে বিশেষ পরীক্ষা ও কষ্টে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু তিনি সতী সাধ্বীর ন্যায় তাহা বহন করিয়াছেন। তিনি প্রসন্নচিত্ত ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বড় ভাল বাসিতেন।

প্রচারকদিগের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কাগজে আন্দোলন দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, সকল প্রচারক একত্র হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপাসনা করেন তিনি দেখিয়া যান। রোগ শয্যায় পড়িয়া দাড়িম খাইতে খাইতে তিনি বলিয়াছেন, এই কঠিন বস্তুর ভিতর ভগবানের কি মধুর ফল! মৃত্যুর দিন একটী শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী তাঁহার নিকট কিছু ফুল লইয়া যাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন আহা! ঈশ্বরের কি সৃষ্টি! ফুল কি সুন্দর জিনিস! প্রতাপ বাবু কি আমার এখানে উপাসনা করিতে আসিতেছেন? পরে ফুল লইয়া মাথায়, চক্ষে দিয়া বলেন, আজ ফুলের শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় আপনাপনি গান করিতেন এবং শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে গান করিতে বলিয়াছিলেন। কয়েকটী গানের মধ্যে মৃত্যুর দিন এই গানটীও করিতে বলেন,——

"হরিবোল হরি, চল যাই বাড়ী, বেলা গেল সন্ধ্যা হল।
ফুরাল খেলা, ভাঙ্গল মেলা, আর কেন বিলম্ব বল।

ইত্যাদি" মৃত্যুতে তাঁহার মুখশ্রী ম্লান হয় নাই। মুখের জ্যোতি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সকলে চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া যখন তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন অতি সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল। ভগ্নীরা কেহ কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া ছিলেন। (২রা চৈত্র ১২৯৬। সুলভ সমাচার ও কুশদহ।)

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে শ্রদ্ধেয় প্রচারক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পত্নী তিনটী শিশু সন্তান ও শোকাতুরা বৃদ্ধা মাতাকে রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। শোক দুঃখ ভগবানই বিশেষ উদ্দেশ্যে বিধান করেন। প্রার্থনা যে আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী ভগবানের চরণে শান্তি লাভ করুন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতার হৃদয়ে ভগবান সান্ত্বনা বিধানে তাঁহাকে রক্ষা করুন এবং মাতৃহীন শিশু সন্তানদিগের মাতা হইয়া তাহাদিগকে লালন পালন করুন। অত্রত্য দেবালয়ে তাঁহার জন্য বিশেষ ভাবে প্রার্থনা হইয়াছে। (চৈত্র, ১ম পক্ষ। বঙ্গবন্ধু।)

ভাই কালীশঙ্কর দাসের পরলোক গমনের এক মাস গত না হইতেই ভাই রামচন্দ্র সিংহের প্রিয়তমা পত্নী শ্রীমতী কুমুদিনী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ভগিনী কুমুদিনী প্রচারক পত্নীদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠা ছিলেন। কুমুদিনী স্থির ও শান্তস্বভাবা। তাঁহার অন্তরে যাহা কিছু ধর্ম্মভাব ছিল আড়ম্বরের সহিত তাহা বাহিরে প্রকাশ করিতে তিনি ভাল বাসিতেন না। আমাদিগের ভগিনী অনেক দিন হইতে নানা প্রকার রোগে কাতরা ছিলেন, অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হইল না। মৃত্যুশয্যায় তিনি পরলোক বিশ্বাসের বিশেষ পরিচয় দিয়া যান। মৃত্যুর দুই দিন পূর্ব্বে তিনি

ভাই কান্তিচন্দ্রকে সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করেন। "হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী" অনুরাগের সহিত এই গানটী গাইতে বলেন, যতক্ষণ গানটী সঙ্গীত হইতে লাগিল তিনি এমনি উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দান করিলেন যেন বোধ হইল মৃত্যু ভয়, তিনি তখন তুচ্ছ করিতে লাগিলেন। গত ২৪ শে ফাল্গুন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার প্রাণবায়ু রুদ্ধ হয়। পর দিন বেলা ১১ টার সময় কলিকাতায় প্রায় সকল প্রচারক ও কয়েক জন আত্মীয় বন্ধু সমভিব্যাহারে তাঁহার মৃত দেহ নিমতলায় লইয়া গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নবসংহিতামতে সম্পন্ন করেন। দয়াময় আমাদিগের পরলোকগতা ভগিনীর আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন, এবং তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও কয়েকটি সন্তান ও ভাই রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা প্রদান করুন। (ধর্ম্মতত্ত্ব। ১৬ই চৈত্র, ১৮১১)

পরলোক গত আত্মার প্রতি *

হে অবিনশ্বর আত্মন, এই নশ্বর নরলোক ছাড়িয়া তুমি কি স্বর্গলোকে প্রস্থান করিলে? মর্ত্তাধামের অনিত্য সুখসম্পদ ঘর বাড়ী ছাড়িয়া তুমি কি অনন্ত ধামের অন্বেষণে চলিলে?

এখানকার অসার ধূলিক্রীড়া মিথ্যা মায়ার বন্ধন তোমার কি আর ভাল লাগিল না? হে সুন্দর মুক্ত আত্মা, তুমি কি

* শ্রীমতী কুমুদিনীর মৃত্যুক উপলক্ষ করিয়া লিখিত।

আর রোগাক্রান্ত জীর্ণ দেহে বদ্ধ থাকিতে পারিলে না? তাই কি অনন্ত আকাশে উড়িলে? হে আত্মাবিহঙ্গ, পৃথিবীর কর্কশ চীৎকার, কটু বাক্য, অন্যায় অবিচার তোমার কি আর সহ্য হইল না? এখন কি তুমি স্বর্গের সুমিষ্ট সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছ? এবং সুমিষ্ট কণ্ঠে সঙ্গীত করিতেছ?

তুমি যখন ধরাধামে ছিলে তোমার জীবনের সৌন্দর্য্য লুকায়িত ছিল। রোগশয্যায় সে সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে। ভগবানের প্রতি তোমার বিশ্বাস ভক্তি আত্ম সমর্পণ সকলকে শিক্ষা দিয়াছে। তোমার বালিকাবৎ সারল্য, একান্ত নির্ভর সকলকে মোহিত করিয়াছে।

হে আত্মন্, ভবের হাটে তোমার ক্রয় বিক্রয় কি শীঘ্রই ফুরাইল? ভবসংসারে তোমার লীলা খেলা কি অকালে শেষ হইল? তোমার মায়ার পুতলি সন্তানসন্ততি, তোমার বাল্য যৌবনের সঙ্গী, স্নেহময় স্বামী, সকলের প্রতি কি তুমি বিমুখ হইলে? তোমার দুঃখিনী জননীর বিলাপে কি তুমি অভিভূত হইবে না?

স্বর্গের জননী আসিয়া কি তোমার ক্ষীণ বপু আপন অঞ্চলে ঢাকিয়াছিলেন, তাই কি তুমি মৃত্যুভয়ে ভীত হও নাই? নানা চিন্তা দুঃখ শোক তোমাকে ক্লেশ দিয়াছিল, তাই কি তিনি তোমাকে শীঘ্র লইয়া গেলেন?

"সব অসার অগ্রাহ্য, কিসের দুঃখ?" বলিয়া যে রোগশয্যায় আত্মীয়বর্গকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া চলিয়া গেলে তুমি ধন্য।

রোগের বিষম যন্ত্রণাও তোমাকে অধীর করিতে পারে নাই। শেষ অবধি তোমার ব্যাধিক্লিষ্ট মুখে মেঘপ্রান্তে বিদ্যুৎচ্ছটার ন্যায় সুন্দর হাসি বিরাজ করিয়াছিল।

হে স্বর্গগত আত্মা, পৃথিবীতে আমরা সকল সময় তোমার প্রতি ন্যায় ব্যবহার করি নাই। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তোমার নিকট যত অপরাধ করিয়াছি তাহার জন্ম ক্ষমা ভিক্ষা করি। মৃত্যুশয্যায় তোমার শান্ত ভাব, সহ্য, ধৈর্য্য, বিশ্বাস, আমাদিগের নিকট দৃষ্টান্ত হইয়া থাকুক।

রোগের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও তোমার ক্ষীণ কণ্ঠ ও ওষ্ঠ জননীর নাম গান করিয়াছে। রোগ শয্যায় তুমি যে শিক্ষা দিয়াছ তাহা ইহজীবনে ভুলিব না।

রোগ তোমার ক্ষুদ্র শরীর জর্জ্জরিত করিয়াছিল, কিন্তু তোমার মুখের শ্রী ও লাবণ্য হরণ করিতে পারে নাই। মৃত্যুর পর মুখের সে শ্রী দ্বিগুণ হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তোমার প্রাণহীন নয়নের উজ্জ্বল জ্যোতি, মুখের প্রশান্ত শ্রী চির দিন মনে থাকিবে। মৃত্যু তোমার মুখের হাস্য রেখা হরণ করিতে পারে নাই। নববিবাহিত বধূর ন্যায় পুষ্পসজ্জায় সাজিয়া, অলক্ত সিন্দুর রঞ্জিত হইয়া নববস্ত্র পরিধান করিয়া তুমি কোন্ দেশে চলিলে? হায়! সে শোভা জীবনে ভুলিব না। পৃথিবীর স্বামীগৃহ ছাড়িয়া এ সুন্দর বেশে তুমি কি ব্রহ্মাণ্ডস্বামী অনন্তজীবনের স্বামী-গৃহে চলিলে?

তুমি সৌভাগ্যবতী, স্বামী পুত্র রাখিয়া স্বর্গধামে চলিলে। তোমার পদধূলি মস্তকে লইয়া পতিব্রতা নারীগণ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলেন। যাও তবে সতী লক্ষ্মী, চির শান্তির আলয়ে যাও। যাও, তবে অনন্তধামের যাত্রী অনন্তরাজ্যে যাও। যেখানে বিচ্ছেদ নাই, মৃত্যু নাই, জরা ব্যাধি, শোক, দুঃখ, অবিচার, অনাদর কটুবাক্য কিছুই নাই, যে রাজ্যে এক দিন সকলেই যাইবে সেই সুখময় স্বর্গধামে যাও। গিয়া চির বিশ্রাম লাভ কর। আমরাও যেন তোমার মত বিশ্বাস লইয়া এক দিন তোমার সহিত গিয়া মিলিত হই। (পরিচারিকা বৈশাখ, ১২৯১)

শ্রীমতী কুমুদিনী। *

(কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত)

১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের ১৬ই শুক্রবার শ্রীমতী কুমুদিনী কলিকাতা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কাল

* শ্রীমতী কুমুদিনী নববিধান সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহের পত্নী। অনেক দিন হইতে আর্য্যনারী সমাজের একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার জীবনে বিশেষতঃ শেষ রোগশয্যায় অনেক শিক্ষার বিষয় ছিল, এ জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিলাম। সং

হইতে তাঁহার প্রকৃতি শান্ত ছিল। অল্প বয়সে সংসারের সমুদায় কাজ সুন্দররূপে করিতে শিখিয়াছিলেন। ১০ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বিবাহ হয়। ১২ বৎসর বয়সে লাহোর নগরে তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থলে গমন করেন, সে স্থানে ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার এক বৎসর পরে কলিকাতায় ভারতাশ্রমে আসিয়াছিলেন। এখানে কিছুদিন অবস্থিতির পর তাঁহার স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তথাপি তিনি পুনরায় লাহোরে গিয়া স্বামীক এ বিষয়ে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি স্বামীকে পত্র লিখিলেন "তুমি যাহাতে ভাল থাক তাহাই কর।" তাঁহার স্বামী যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার জননী অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমুদিনী এক দিনও কাঁদেন নাই এবং দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। লাহোরে তিনি কিরূপ সুখের অবস্থায় ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। অল্প বয়সেই তাঁহার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল, কিন্তু এক দিনের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে দেখা যায় নাই। একে একে তাঁহার চারিটি কন্যার মৃত্যু হয়, এবং তিনি চিররুগ্ন ছিলেন, তথাপি তাঁহার চির হাস্যবদন কখন বিষণ্ণ হয় নাই। রোগে, শোকে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সর্ব্বদাই তিনি অত্যন্ত হাসিতেন এবং বলিতেন যে, "পশুরাই কেবল হাসে না। মানুষ না হাসিয়া কিরূপে থাকিবে? আমি যত দিন পৃথিবীতে থাকিব তত দিন হাসিব, আমি পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলে তবে আমার হাসি যাইবে।"

বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার হাতে সংসারের সমুদায় খরচ পত্র থাকিত। তাঁহার পিতা তাঁহাকে মিতব্যয়ী জানিয়া আর কাহার হাতে অর্থ না রাখিয়া তাঁহার হাতেই রাখিতেন। পরে বিবাহের পর লাহোরে গিয়াও তাঁহাকে অনেক টাকা রাখিতে হইত, কিন্তু তিনি কখনও অপব্যয় করিতেন না।

যকৃৎ, পেটের ব্যারাম, কাশী, অর্শ প্রভৃতি রোগ তাঁহার শেষে প্রবল হইয়া উঠিল। তখন রোগ শয্যায় পড়িয়াও তিনি সর্ব্বদাই গান গাইতেন। নিজেও অনেক গান বাঁধিয়া ছিলেন। তিনি অতিশয় সহিষ্ণু এবং সাবধানী ছিলেন। রোগের যন্ত্রণা অসহ্য হইলেও মুখে কিছুই বলিতেন না। ডাক্তারেরা তাঁহাকে যে পরিমাণে সাবধানে থাকিতে বলিতেন তিনি তাহার চতুর্গুণ সাবধানে থাকিতেন; যাহাতে রোগ বৃদ্ধি হয়, এমন দ্রব্য প্রাণান্তেও খাইতে চাহিতেন না। ক্রমে যত তাঁহার দিন শেষ হইয়া আসিতে লাগিল ততই তিনি সংসারের মায়া কাটাইতে চেষ্টা করিলেন। এক দিন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বলিল, "মা, তোমাকে আমি ভালবাসি; তোমার কাছে শুইব।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আর মায়া বাড়াসনি, আমার কাছে শুইতে হইবে না।" পাছে মায়া বাড়ে এজন্য কোন ছেলেকে কাছে রাখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীকে এক দিন বলিয়াছিলেন "আমার মৃত্যুতে কিছু মাত্র ভয় নাই, তুমিও দেখিতেছ আমার উপরের মা

"আরো ভালরূপে আমাকে দেখিতেছেন।" মা দুঃখ করিলে সময় সময় বলিতেন, 'দুঃখ কিসের? ও সব অগ্রাহ্য।" মাকে কাঁদিতে দেখিলে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেন "মাকে আর কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। আগে পাছে সকলেরই তো এক দিন আছে।" সাংসারিক বিষয়ে তিনি কোন কথা কাহাকেও বলিয়া যান নাই। তাঁহার রোগের সময়ে শত্রু মিত্র বোধ ছিল না, সকলকেই দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রোগশয্যায় বেদনা খাইতেন আর বলিতেন, "ভগবানের কি সৃষ্টি! এখন আমি কেবল এই সব ভাবি।" তিনি অত্যন্ত তেজস্বিনী ছিলেন, লোক ভয়ে কদাপি আপনার উচিত কার্য্যে বিরত হইতেন না। স্পষ্ট কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না।

মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পুর্ব্বে এক দিন বলিতেছিলেন, "ভাল ফুল আমার কাছে রাখিতে ইচ্ছা হয়।" এমন সময় তাঁহার মাতা একটি গোলাপ ফুল দেবালয় হইতে হইয়া আইসেন। কুমুদিনী সেই ফুলটী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া মাথায় রাখিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আহা! যা চাই তাই পাই।" এক জন স্ত্রীলোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ছেলে মেয়ে আর আদর করিয়া ডাক না কেন?" তিনি বলিলেন "তোমরা ডাকিও ও সব অসার অনিত্য।" আর এক দিন বলিয়াছিলেন, "এখন আর আমার মার নাম বাহিরে বলিবার ক্ষমতা নাই ভিতরে বলিয়া থাকি।" একবার রোগের সময় নিদ্রিতাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন "আমি তারিণী তনয়া"

খেলাতে এসেছি বেলা গেল মা ডাকে ঘরে।" মৃত্যুর পূর্ব্বে অর্থাৎ সোমবারে জুড়ি দিয়া বলিলেন "তোরা পারে যাবি কে আর।"

মঙ্গলবার রাত্রি হইতে ব্যারাম আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত আর নিদ্রা আসিল না এবং প্রলাপ আরম্ভ হইল। দারুণ যন্ত্রণার ভিতরেও তিনি কিছুই বলেন নাই পাছে মার মনে কষ্ট হয়। মা যখন জিজ্ঞাসা করিতেন "কেমন আছ?" বলিতেন "ভাল আছি।" তিনি লজ্জাশীলা ছিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত মাতা ও ভগ্নীকে বলিয়াছিলেন ভালরূপে আমার সমুদায় শরীর ঢাকিয়া রাখ। বিকারের অবস্থায় যন্ত্রণায় অধীর হইয়াও গাত্রাবরণ খুলিয়া ফেলেন নাই।

বৃহস্পতিবারে একজন একটী ফুলের তোড়া লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই তোড়াটী দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "আহা কি সুন্দর! একটী গ্লাস পরিষ্কার করিয়া তাহার উপর সাজাইয়া রাখ।" গ্লাসের উপর রাখা হইলে বার বার দেখিয়া আনন্দিত হইতে লাগিলেন এবং বলিলেন "ভগবানের কি সৃষ্টি!" এই দিনে কমল কুটীর হইতে তাঁহার জন্য দুইটী বড় বড় বেদানা এবং এক বোতল গোলাপ জল আসে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মাকে বলিলেন "বড় ভাল গোলাপ জল ইহা আর খরচ করিও না।" বেদানা খাইতে চাহিলেন। ঘরের বেদানা একটা গ্লাসের ভিতর ভিজান ছিল। মাতা ঠাকুরাণী যে বেদানা

আসিল সেই বেদানা ভাঙ্গিয়া ঘরের বেদানার ভিতর রাখিতে ছিলেন। তিনি মার হাত ধরিয়া বলিলেন "মিশাইও না।" এই বেদানা পৃথক রাখিয়া খাইলেন তবে স্থির হইলেন। দুই জন প্রচারক এই দিনে তাঁহাকে দেখিতে আসেন তিনি তাঁহাদিগকে দেখিব মাত্র নমস্কার করিলেন এবং বলিলেন "আমি কাণে কিছুই শুনিতে পাই না।" ইহাদের মধ্যে একজনকে গান করিতে বলিলেন। কোন গান তিনি শুনিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "বেলা গেল সন্ধ্যা হল।" উঁহার ইচ্ছা মতে "হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী বেলা গেল সন্ধ্যা হল" এই গান করা হইল। গানের সময় তিনি স্থির ভাবে, মুদ্রিত চক্ষে হাতে তালি ও তুড়ি দিতে লাগিলেন। এই রাত্রিতে প্রলাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। ইহার ভিতরেই আবার সময়ে সময়ে গান করিয়া উঠিতে লাগিলেন। এক বার "মা ভুবনমোহিণী" বলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে "আমি তারিণীতনয়া খেলাতে এসেছি বেলা গেল মা ডাকে ঘরে" ভগ্ন স্বরে গাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার ভগ্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি কর তো ভাল হইবে আমার ভাল হইতেছে না।" জড়িত স্বরে মৃত্যুর পূর্ব্বে রাত্রিতে তিনি এই কয়েকটি গান করিয়াছিলেন।—

"দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায় চাহিনা সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়।" "মন পাখী চল যাই ঘরে।"
আমি এমন করে কত দিন আর কাটাব বল, মিছে মায়া বশে দিন ফুরাল।"

তিনি মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে দেবালয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতেন। এক এক দিন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া যাইত।

ছোট ছেলেদের চাকরের নিকট রাখিয়া প্রায় প্রতি দিন দেবালয়ে উপাসনার জন্ত যাইতেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে বলিতেন "সব ফেলিয়া আগে চল; ছেলেদের জন্ত ভাবিতে হইবে না। তোমার কি কিছুতেই উৎসাহ হয় না?"

* * * *

বিগত ১লা জানুয়ারী দেবালয়ের উৎসবে দুর্ব্বল শরীর লইয়া উপস্থিত ছিলেন. বলিয়াছিলেন "যদি আর না যাইতে পারি, আর একবার যাই।"

শুক্রবার শেষ দিনে এক জন প্রচারককে বলেন "আমার এক পয়সারও ভাবনা নাই, কেবল মা কাঁদিলে আমার মন খারাপ হয়।" অপর এক জন প্রচারক বাজার হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর ফুল একটী কমলা লেবু ও কতকগুলি লকেট আনেন। ফলগুলি দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন। বলিলেন "আহা কি পবিত্র জিনিস! আজ ফুলের বাজার বসিয়াছে।" একটী গোলাপ ফুল হাতে লইয়া ক্রমাগত ঘ্রাণ লইতে লাগিলেন দুইটী পাপড়ী মাথার চুলের ভিতর রাখিলেন আর বলিলেন "আজিকার দিন আমি ফুলের উপর শুইব।" ফুল দেখিতে দেখিতে এক বার অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "মা হাসে ফুলের ভিতর তাই ফুল এত ভাল বাসি"

পরে কমলা লেবু তাঁহাকে খাইতে বলা হইল। কাশী

আছে বলিয়া কোন মতেই খাইতে চাহিলেন না। অনেক বলার পর এক কোয়া খাইলেন এবং বলিলেন "আহা কি সুন্দর! এমন মিষ্ট লেবু কখনও খাই নাই।" যিনি আনিয়াছিলেন হাস্য মুখে স্বহস্তে ছাড়াইয়া তাঁহাকে এক কোয়া পাড়ার একটী ছোট্ট মেয়ে যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ছিল তাহাকে এক কোয়া, নিজের ছেলেদের ডাকিয়া আনাইয়া এক এক কোয়া, বড় ছেলেকে বলিলেন তুমি খাইয়াছ কি? দেখিও মিথ্যা কথা বলিও না;—স্বামীকে এক কোয়া। অবশেষে বলিলেন আর তো কুলায় না। এজন্য এক কোয়া নিজহস্তে কাটিয়া মাকে আধ খানি এবং ছোট ছেলেকে আধ খানি দিয়া এক খানি তাঁহার বিদেশস্থ ভগ্নীপতির জন্য রাখিয়া দিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। পরে ডাক্তার আসিলে একটী সুন্দর ফুলের তোড়া তাঁহার হস্তে দিলেন।

সন্ধ্যার সময় একটী স্ত্রীলোক তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিতে ছিলেন—জ্বর আছে কি না। কুমুদিনী বলিলেন "আর দেখিতেছ কি সন্ধ্যা হইয়া আসিল।" সমস্ত দিন তিনি স্বহস্তে দুধের পাত্র ধরিয়া পান করিয়াছিলেন এবং সকলের সহিত কথা বলিয়াছিলেন ইহাতে কেহই মনে করেন নাই যে এই তাঁহার শেষ দিন। মৃত্যুর সাড়ে তিন ঘণ্টার পূর্ব্বেও তিনি শ্রীআর্য্যদেবের মাতা ঠাকুরাণীকে দেখিয়া হাসিয়াছিলেন এবং নমস্কার করিয়াছিলেন; কি যেন বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বুকে সর্দ্দি বসিয়া কথা বলিবার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল।

"দীনহীন" এই শব্দ সকলে শুনিতে পাইলেন। আর যে কি বলিলেন কিছুই বুঝা গেল না।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় তাঁহার আত্মা অমরধামে চলিয়া গেল। জীর্ণ দেহ পৃথিবীতে পড়িয়া রহিল। মৃত্যুর পরক্ষণে সেই তাঁহার মুখমণ্ডল সুন্দর কান্তি ধারণ করিয়াছিল। বক্ষস্থলে হস্ত এবং চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যেন ধ্যান করিতেছেন। পর দিন বেলা দশটার সময় তাঁহার মৃত দেহ ধৌত করিয়া পরিধানে লাল পেড়ে সাড়ী, মাথায় ও কপালে সিন্দুর, পায়ে আলতা দিয়া সুরঞ্জিত করা হইল। খাট পুষ্পমালায় ও সুগন্ধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি তাঁহাকে শয়ান করান হইল। পাড়ার প্রায় সমুদায় স্ত্রীলোক আসিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন ও কেহ কেহ পদধূলি লইলেন। দুই জন প্রচারক প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনান্তে "জয় সচ্চিদানন্দ হরে!" শব্দে খাট লইয়া সকলে শ্মশান ভূমিতে গেলেন। গৃহে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল।

(পরিচারিকা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৭)

শ্রীমতী কুমুদিনী যে সকল পত্র তাঁহার স্বামীকে ইদানিন্তন লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে উদ্ধৃতাংশ।

কলিকাতা ৮ই শ্রাবণ, ১২৯৪।

"দেহের সম্বন্ধ কেবল ক্ষণিক অসার, যে ভাবের ভাবুক পথের

পথিক সেইত আপনার। পরলোকের সঙ্গী যারা, আত্মার আত্মীয় তারা, তা বিনে সকলি মিছে কেহ নহে কার।"

প্রিয়তম! তোমার চিঠি পাইয়া বড় সুখী হইলাম। কান্তগিরী মহাশয় পৃথিবীর কাছে বিদায় লইয়া পরলোক গিয়াছেন। আহা! তিনি রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া সেই স্নেহময়ী জননীর শান্তি ক্রোড়ে গিয়া শান্তি পাইলেন। মৃত্যু যাতনা দেখিয়া বড় ভয় হয়। সকলকে একদিন ঐ কাল-গ্রাসে পড়িতে হইবে। তিনি আমাদের অনেক উপকার করিতেন। বিশেষ প্রচারক পরিবার আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ ঋণে আবদ্ধ আছি। তাঁহার স্ত্রী বড় ভাল লোক তাঁর মনে সেই শান্তিদাতা বিধাতা ভিন্ন কেউ শান্তি দিতে পারিবে না।......ভগবানের বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? তিনি প্রতি দিন গড়িতে ছেন ও ভাঙ্গিতে:ছেন। মানুষতো কত আশা করে, ঘরকন্না, স্বামী পুত্র, টাকা কড়ি লইয়া সুখী হইবে। কিন্তু এ সংসারে কটা লোক সুখী হইতে পারে? ভগবানকে যিনি চিনিয়াছেন তিনিই যথার্থ সুখী। এখন প্রতি দিনের ঘটনা দেখিয়া কেবল পরলোক চিন্তা, পরলোক সাধন করা আমাদের আবশ্যক হইয়াছে। কাহার কখন কি সংবাদ আসিবে কিছুই স্থির নাই। বিশেষ আমার খুব পরীক্ষা, সর্ব্বদা যেন ভয়ে ভীত আছি, কখন যে চোর ডাকাত আসিয়া প্রাণধন হরণ করিবে কিছুই জানিনা। এ পৃথিবীর হাত হইতে আমরাও দেখি এক দিন নিস্তার পাইব। "হায়! কবে যাব সেই অমর ধামে"। ... ...

কলিকাতা মঙ্গলবাড়ী, ২০শে শ্রাবণ।

"হরি বলে কাল কাটাও মন হেসে খেলে",
কবে যেতে হবে এ সকল ফেলে"।

—আমা মন অতিশয় খারাপ আছে ,কারণ আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহালক্ষ্মীর বড় কন্যাটীর মৃত্যু হইয়াছে। কন্যাটীর বিবাহের জন্য তাহারা খুব ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এখন সকল আশা ফুরাইল। সেই বিশ্ব জননী এখন তার জনক জননীর মনে শান্তি দিন। এ সংসার কেবল একটী বিপদের স্থান! আমরা অসারকে সার করিয়া আর সারকে অসার করিয়া, অনিত্য সংসারে ভুলে আছি, কখন কাহার পরলোকের সংবাদ আসিবে কিছুই স্থির নাই। মেয়েদের বড় মায়া, আমাদের দশা কি হইবে ?.. আমার নানা প্রকার অসুখ হইয়াছে বলিয়া বাবুদের রান্নার ভার ছাড়িয়াছি। আমার বারমাস তো শরীর খারাপ আছেই, তবে মধ্যে২ কম আর বেশী হয়।

মঙ্গলপাড়া ১লা পৌষ ১২৯৪ সাল।

'থাকবনা আর এ পাপ রাজ্যে" পরলোকে যাব চলে"

.. যথা সময় তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে ক্রমাগত চক্রবত, ঘুরিতেছ, তবে আর কেমন করিয়া আমাদের চিঠি পাইবে? তুমি দেশে দেশে ভগবানের নাম প্রচার করিয়া খুব সুখ সম্ভোগ করিতেছ। আর আমরা, যেমন পরাধীন পক্ষী পিঞ্জরে যে ভাবে আবদ্ধ থাকে, ঠিক সেই ভাবে আছি। ভগবানের রাজ্যে জীব সকল স্বাধীন বটে, তথাপি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। স্বাধীনতা খাটে না। আর আমার সংসার সুখ ভাল লাগে না। সে সুখে কেবল গরল মিশ্রিত।

"সুখ শান্তি ধাম কেবল হরির চরণ,, ।··· সংসারের বন্ধুতা কেবল টাকার সহিত যোগ, ধর্ম্ম সম্বন্ধ না থাকিলে ভালবাসা কয় দিন থাকে? যতার্থ বন্ধু ধর্ম্মবন্ধু, তাহা এই জীবনে দেখিলাম। পৃথিবীর ভালবাসা আর দরকার নাই। সে ভালবাসা চাই না।···

কলিকাতা ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ শক।

"যে মৃত্যু দেখি পাই ভয়, সেও কভু শত্রু নয়,
পরলোকে ধরেলয়, হয় পথিক নিশ্চয়!"

···কুশল বড় রোগ যাতনা পাইয়াছিল, সে জন্য দয়াময়ী জননী তাহাকে তাঁহার শান্তি ক্রোড়ে লইলেন। প্রাণের কুশল। তুমি এখন আমার জননীর কোলে হাসিতেছে? আমাদের বুঝি তোমার ভাল লাগিল না? আমাদের অনিত্য সংসারে যত দিন হেসে খেলে যায় তাই ভাল। ছি! ছি! যত পোড়া মন মায়াতে আচ্ছন্ন মেয়েদের। যাহা হউক,

কার দোষ দিব হায়! তপস্যা যেমন,
করিয়াছি; তার ফল ভুগ ছি এখন॥
দিবাকর, নিশাকর, দীপ, তারাগণ।
দিবা নিশি করিতেছে তম নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
তোমা বিহনে, নাথ! সব অন্ধকার॥

কলিকাতা ১৮ শ্রাবণ ১২৮৯ সাল।

বিপদ রাশি দুঃখ দারিদ্র কি করে
যে নিরঞ্জন পরমেশে ধ্যান ধরে।

প্রিয়তম ! ক্রমান্বয়ে তোমার দুই খানি চিঠি পাইয়াছি কার্য্যবশতঃ উত্তর দিতে পারি নাই। তুমি এবার কত শত শত কথা সহ্য করিয়াছ ! তোমার উপর খুব পীড়ন হইয়াছে। সেই বিশ্বজননী সকলই তো দেখিতেছেন। ক্ষুধার কালে যিনি অন্ন দিয়া পোষণ করেন, বিপদে যিনি আশ্রয় দিয়া রাখেন, শোকের সময় সান্ত্বনা দিয়া যিনি অশ্রু জল মুছিয়া দেন, তিনি সকল দুঃখ দূর করেন। মিথ্যা অসার যত সব চলিয়া যাইবে। সত্যের জয় হইবেই হইবে। পৃথিবীর গণ্ডগোল লইয়া এ জীবন আর কত দিন কাটাইব ? এখানে শান্তি কই ? আর রোজ রোজ ভাবনা চিন্তাতে কিছু ভাল লাগে না। এ পৃথিবীকে যেন শ্মশান বোধ হইতেছে। বনের পক্ষী সকল আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া বনে গমন করিতেছে। আর পৃথিবীতে থাকিয়া কিছু সুখ নাই।

"দয়া কর এখন বিপদ ভঞ্জন, আমার তো
ভরসা কিছু নাহি আর।"

মঙ্গলবাড়ী ২৫ চৈত্র ১২৮৯ সাল।

হরি হে বিপদ ভঞ্জন।

...তুমি আমার চিঠি পালেইও যথা সময়ে প্রত্যুত্তর দিতে বিলম্ব কর, সে জন্য আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। কি জানি সম্পর্ক অসার, তবুও তোমায় পর ভাবি না, কিসের জন্য তা বুঝি না। তোমার একখানি পত্র পাইবার আশায় পথ পানে চাহিয়া থাকি। কিন্তু তুমি আমাকে সে আশায় বঞ্চিত কর

আমার মন যে কি করে তাহাকেবল সেই অন্তর্যামীই জানেন
কপোত ক্রন্দন ধ্বনী কান্তারে যেমন,
বায়ুতে মিশায়ে যায় কে করে শ্রবণ;
আমার অবস্থা; পতি! বুঝহ তেমন।
আমি রহিয়াছি সত্য বটে মানব সমাজে
কিন্তু বোধ হয় যেন আছি বন মাঝে।

"দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়,
আমি চাহিনা সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়।"

——এবার তোমার পত্রখানি যেমন বড় তেমনি শীঘ্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। তুমি আমাকে খুব বাড়াইয়াছ ও আপনাকে কমাইয়াছ, ইহাতে আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। আমি তোমার "অনেক করিলাম" তুমি আমার "বিশেষ কিছু করিতে পারিলে না"—এ কেবল তোমার ভালবাসার আতিশয্যের পরিচয় মাত্র;—নতুবা আমার তেমন গুণ ও যোগ্যতা কই? যাহা হউক তোমার সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়াছি বলিয়া যাহা কিছু ভাল হইবার এত সুযোগ পাইলাম। তোমার আন্তরিক যত্ন ও সহ্য গুণ আমার ধর্ম্মশিক্ষার কত সুবিধা করিয়া দিবে। মঙ্গলময় বিধাতা আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া ধর্ম্মধন উপার্জ্জনের কেমন উপায় করিয়া দিলেন, নতুবা আমি আর পাঁচ জন মেয়েদের মত সাংসারিক সচ্ছলতা নয় একটু অধিক সম্ভোগ করিতে

পাইতাম, তাহাতেই বা কি হইত? "ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের জীবন যেরূপ" আমার "জীবন সেই রূপ" নয় হইত? তাহা কি সন্তোষ -শান্তি দিতে পারিত?

"সুখ দুঃখ চাহি না নাথ, কর হে যাহা ইচ্ছা হয়।"
অধর্মিনী আমি, অজ্ঞান রমণী; "কি জানি কিসে কি হয়।"

এসকল সুযোগের তুমিত অনেকটা কারণ, ইহাতে তুমি কি আমার জন্য যথেষ্ট করিলে না? * * * *

মঙ্গলবাড়ী, সাধনকুটীর, তোমার——
২৩শে আষাঢ় ১২৯৪। শ্রীকুমুদিনী

কুমুদিনীর স্বামী ও তাঁহার অপর কতিপয় বন্ধু শ্রীমতী কুমুদিনীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী।

দারজিলিং শৈল ৬ই জুন ১৮৮১।

প্রিয়তমে! অনেকদিন হইল, তোমার কোন পত্র বা তোমাদের কোন সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। শীঘ্র পত্র লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। এখানে আসিতে রেলের কারখানা দেখিতে চমৎকার। এখানের দৃশ্য বেশ মনোহর। ইচ্ছা

হয় তোমরাও এসব স্থান এক বার দেখ………………

বাল্য-জীবনের কথা তুমি একবার জানিতে চাহিয়া ছিলে, তাহা এই অবকাশে বলি। আমার ১৬। ১৭ বৎসর বয়ক্রম কালে, ধর্ম্ম বিষয়ে একটু প্রবৃত্তি হয়। বৈষ্ণব ও বাউলদের গান শুনিবার জন্য তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতাম। এই সময়ে বয়স্যাদিগের সঙ্গে এক রকম বাল্য খেলা হিসাবে, একটী সভা সংস্থাপন করা হয়। "চরিত্র সংশোধিনী" ইহার নাম দেওয়া হয়। তৎসংক্রান্ত এক পয়সা মূল্যের "চরিত্র সংশোধিনী" নামে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ হাতে লিখিয়া নিজ গ্রামের মধ্যে প্রকাশ করা হয়। এই অবসরে গ্রামস্থ কোন প্রবীণ বন্ধুর সাহায্যে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয় ও এই অবস্থা যোগে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবিষ্ট হই। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অল্প অনুরাগ উদ্দীপিত হইতেই পাঠোপলক্ষে ইং ১৮৫৮ সালে কলিকাতায় আসি। কতিপয় সহপাঠীর সঙ্গে কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে উপস্থিত হই। এখানে মহাত্মা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ও অনেক গুলি ব্রাহ্মের সহিত আলাপ হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সহিত এই দর্শন যেন "শুভ দৃষ্টির" মত আমার মন প্রাণকে এক অকাট্য আধ্যাত্মিক যোগ, জীবনে সম্বন্ধ করিল। এই যোগ ভগবানের কৃপায় আমার হৃদয়ে এক বেগ উদ্ভাবিত করে। তাহা ধাক্কা দিয়া আমাকে যেন জীবনের পথে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় হইতে আমি আমিষ ভোজনে নিবৃত্ত হই।

এই পাঠাবস্থায় বঙ্গদেশে তৎকাল-প্রাদুর্ভূত মহা সংক্রামক রোগে, আমি আক্রান্ত হই এবং উপর্য্যুপরি রোগের আক্রমণে স্বাস্থ্য-ক্ষয়, পাঠের ক্ষতি ও শিক্ষাবৃত্তি রহিত হয়। এই সঙ্কটে প্রাচীন লোকেরা কৌশল করিয়া আমাকে দেশান্তরিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনের আমি মূলাধার, সুতরাং আমাকে দেশ ছাড়া করিলে অন্য যুবক-দিগকে শাসন করা সহজ হইবে, এই চক্রান্ত করিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের কুটিল মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াও উক্ত প্রস্তাবে আমি সম্মত হইয়া বিদেশে গমন করি। যুবক টেট্রেণ আমার বাহন এবং ইঁহা-দিগের প্রদত্ত অর্থাদি আমার পথ-সম্বল। পথি মধ্যে সহ-যাত্রীদিগের নিকট পশ্চিম প্রদেশের প্রলোভনের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই ভীত হই। এমন কি; কেন বিদেশ যাত্রা করিলাম, কেন বন্ধুদিগকে ছাড়িয়া নূতন দেশে আসিলাম ইত্যাদি কথা মনে উদয় হওয়াতে মনেতে যেন অনুতাপের ভাব আসিল --আমাকে কাঁদাইল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের শিক্ষার গুণে, প্রার্থনা তখন তত ভাল করিতে পারি বা না পারি, উহা সম্বল করিলাম এবং অতি কাতরে কাঁদিতে২ ভগবানের উদ্দেশে মনের কথা সব বলিতাম। এই প্রার্থনার ভাব ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত প্রলোভন ও পরীক্ষা হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছে। অনেক দিন পরে অবশেষে এলাহাবাদে কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে আমি উপনীত হইলাম। এখানে আসিয়া

পুরাতন বন্ধু দিগের সহিত ধর্ম্মালোচনাদি হইত। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবার উপক্রম কালে যেন দৈব যোগে একটী বিষয় কর্ম্মের সুযোগ উপস্থিত হয়। বন্ধুগণের অনুরোধে তাহাতে নিযুক্ত হই। এই কর্ম্মোপলক্ষে কর্ম্ম-কর্ত্তার ইচ্ছামত প্রায় ছয় মাস কাল স্থানে স্থানে ভ্রমণ ও শিবিরে অবস্থিতি করিতাম এবং অপর ছয় মাস কাল নৈনীতাল শৈলে অধিবাস করিতে হইত। এই প্রকারে জীবন অতিবাহিত করা উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইতে লাগিল এবং তদানুষঙ্গিক নানা প্রলোভন ও পরীক্ষার অনেক সম্ভাবনা জানিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বিবাহ করিবার অনেক বার বিলক্ষণ পীড়াপীড়ি সত্বেও উপার্জ্জনশীল না হইয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে— তজ্জন্য আত্মীয় বর্গের অসন্তোষ ভাজন হইয়াও ইহা হইতে বিরত থাকি। এক্ষণে বিবাহ করা উচিত মনে করিলাম। কত আন্দোলনের পর সে কার্য্য যে সম্পন্ন হইল তাহা তোমাকে বলিয়াছি। এখন হইতে জীবনের গতি আর এক দিকে ফিরিল। বিবাহান্তে লাহোরে যাইবার সুযোগ হইল, তথায় ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সংযোগে ধর্ম্মভাব খুব স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইল। প্রচারক মহাশয় দিগের বিশেষতঃ ভক্তি-ভাজন আচার্য্য মহাশয়ের পুনর্যোগ সংঘটিত হওয়ায় তাহা আরও সতেজ হইল। এই অবস্থায় বিধাতার নিগূঢ় লীলা-রহস্য বিচিত্র ও বিশদ-রূপে আমার জীবনে যেন বিকশিত হইয়া জীবনের তৃতীয় শুভযোগ প্রস্তুত করিল। এই শুভযোগের

অকাটা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া কেন যে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইলাম তাহা তুমি সব অবগত আছ। শেষ, ছেলে খেলা খেলিতে২ ভগবানের লীলা-চক্রে আসিয়া পড়িলাম, পড়িয়া নাকাল হইলাম—হইতেছি কিন্তু ইহাতেও মজা আছে দেখিতেছি। অল্প জলে সাঁতার দিতে২ কোথায় এলাম তাই বলি "আমি কেনই বা এলাম রে, প্রেম সিন্ধু তটে।"
শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া জলপাইগুড়ীতে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা আছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

তোমার——

শ্রীরাম চন্দ্র সিংহ।

কুচবিহার ১৬ই আষাঢ় ১২৯৪ সাল।

প্রিয়তমে। হৃদয়ের ভালবাসা গ্রহণ কর। ৪।৫ দিন হইল তোমার ক্ষুদ্র পত্রিকা খানি পাঠান্তে সমাচার অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমার চিঠি আমি আশা করিতে ছিলাম, এমত সময়ে তাহা হস্তগত হইল, সুতরাং আনন্দিত হইলাম। এইপ্রকারে মানুষ যদি আশার মত বস্তু পায় সে কত সুখ অনুভব করে! * * * * * * মানুষ মাত্রেরই জীবনে ভগবানের ইচ্ছায় শুভ ঘটনা — শুভ যোগ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। আমার জীবনে শুভ যোগের কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, এখন আর একটী বলি। আমাদের দাম্পত্য যোগ একটী শুভ যোগ বলিয়া বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। বিবিধ প্রলোভন ও পরীক্ষা যখন আমার অবস্থাকে আক্রমণ করিতে

উদ্যত হয় সেই সময়ে আমি বিধাতার লীলা রহস্য একটু অনুভব করি। এই সময়ে আমি লাহোর যাই, তথায় গিয়া অবস্থার উন্নতি হইল। পূর্ব্বোক্ত প্রলোভন ও পরীক্ষা-পূর্ণ অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভ করিলাম। তদনন্তর ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে পুনর্যোগ আরম্ভ হইল। সেই যোগের গৌণ ফল স্বরূপ আজ নানা স্থানে আদর সমাদর পাইতেছি ও নানাবিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগ করিতে পাইতেছি। তুমি বাস্তবিক সহ-ধর্ম্মিনীর ন্যায় চিরদিন আমার ধর্ম্মপথের সহায় হইয়াছ, কখনও কোন বিষয়ে প্রতিবন্ধক দেও নাই বরং উৎসাহ ও সহায়তা দানে আমার ধর্ম্ম-পথের সুবিধা করিয়া দিয়াছ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার আন্দোলন যখন মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল, তখন তোমাকে সে বিষয় প্রকাশ করাতে তুমি উৎসাহ দিয়াছিলে। প্রিয়তমে! দেখ যখন বহুল অর্থ উপার্জ্জন করিলাম সব তোমার হস্তে দিলাম। তুমিও তাহার কোন অসদ্ব্যয় কর নাই। এখন টাকা নাই, কিন্তু তুমি যদি অপর কোন কোন স্ত্রীলোকের ন্যায় লোভী বা ধনাকাঙ্ক্ষিণী হইতে তাহা হইলে এই ধন হীন অবস্থাতে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা আমার পক্ষে কত পরীক্ষার বিষয় হইত! কিন্তু ভগবানের কৃপায় তোমার মতন সংসার-সুখ নিরাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী-রত্ন পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই তুমি এক সময়ে এত সুখসচ্ছন্দে থাকিয়াও এবং এখন এত অসুবিধা ও কষ্ট বহন করিয়াও একদিনের জন্য তোমার ঐ প্রশান্ত মুখ হইতে কোন অর্থাকাঙ্ক্ষার কথা বাহির

করিলে না। তুমি যদি টাকা টাকা করিয়া আমাকে ব্যস্ত ও কষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আমাকে বিরক্ত করিতে, আমার ধর্ম্মসাধন পক্ষে কতই বিড়ম্বনা ঘটিত, ও আমাকে কত পরীক্ষা অনুভব করিতে হইত। দয়াময়ী জননী আমার পথে প্রতিবন্ধক আসিলে আমি মুস্কিলে পড়িব, অথবা আমার প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়া—যে কোন অভিপ্রায়ে হউক আমার মঙ্গল উদ্দেশে তোমার মতন স্ত্রীরত্ন আমাকে দিলেন। আমার সুখের সময়ে সুখী, দুঃখের সময়ে দুঃখী ও পরীক্ষার সময়ে সহায়ুভাবিনী হইয়া আমার সঙ্গে শান্ত ভাবে তুমি থাক বলিয়া আমি আমার ধর্ম্ম সাধনে অনেক বিড়ম্বনা হইতে মুক্ত হই। আমি তোমাকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম তুমি লক্ষ্মী, তুমি পতিব্রতা সতী, তুমি সতী লক্ষ্মী, তোমাকে কেহ কেহ দোষারোপ করিয়াছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও তাহারা ন্যায়বান ভগবানের রাজ্যে অপরাধী থাকিবে না।

প্রিয়তমে! আমার প্রতি তুমি অনেক করিলে, আমি তোমার বিশেষ কিছু করিতে পারিলাম না, সে জন্য সময়ে সময়ে আমার মনে ক্ষোভ হয়। টাকা যখন ছিল তখন টাকা দ্বারা যত দূর তোমাকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হয় কতক রাখিয়া ছিলাম, এখন সে পথ বন্ধ, সে দিক দিয়া আর কোন সুবিধা করিব (তাহার জন্য তুমিও আমাকে কখনও অনুরোধ কর নাই) সে আশা অসম্ভব, এক্ষণে হরির নিকট এই প্রার্থনা করি (তুমিও কর) যে, তিনি আমাকে ধর্ম্ম-রত্ন উপার্জ্জন করিতে

সক্ষম করিয়া সেই রত্নে তোমাকে ভূষিতা ও সুখী করিতে পারি, মা দয়াময়ী আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। শুদ্ধ শান্ত হইয়া যাহাতে তোমাদিগের সেবা করিয়া জীবনকে সার্থক করিতে পারি আমার এই আশা পূর্ণ হউক। প্রিয় সুহৃদে! তোমার প্রতি যে সকল ব্যবহারের ক্রটী হইয়াছে তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার একটু রাগ সময়ে সময়ে প্রবল হয়, সেটুক দূর হউক এবং তাহার পরিবর্ত্তে অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়া তোমার ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধি করুক। তুমি আমার সহধর্ম্মিনী হইয়া আমার ধর্ম্ম পথের চিরসহায় হও।

তুমি প্রচারক মহাশয়দিগের রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছ, ভালই। এখন বিদায়।

তোমার——

শ্রীরাম চন্দ্র।

দেবী শ্রীমতী কুমুদিনী সিংহ, ভারতাশ্রম।

অমৃতসর, ১৭ই বৈশাখ, বুধবার।

স্নেহাস্পদ ভগ্নি কুমুদিনী! তোমার স্নেহমাখা পত্রখানি সুমিষ্ট লাগিল। তুমি পরম সৌভাগ্যবতী। দয়াময় তোমাকে এমন সুমতি দিয়াছেন যে সংসারের অনিত্য সুখ তুচ্ছ করিয়া স্বর্গীয় নিত্য সুখের ভিখারী হইয়াছ। তোমাকে দেখিলে পুণ্য হয়, তোমাকে নমস্কার করি। আমি সম্প্রতি লাহোরে গিয়াছিলাম, পিতা সেখানে একটী ক্ষুদ্র পরিবার গড়িতেছেন

দেখিয়া সুখী হইলাম। * * মা কেমন আছেন, তাঁহাকে আমার নমস্কার দিও তোমরা সকলে ভাই ভগ্নির সঙ্গে মিলিয়া ধর্মরাজ্যে দিন২ অগ্রসর হও, এই প্রার্থনা। আমরা দুঃখী ভাই বিদেশে একাকী পড়িয়া আছি। আমাদিগকে ভুলিও না। পিতার কাছে স্মরণ করিও এবং সময় পাইলে এক২ খানি পত্র লিখিয়া বাধিত করিও* *। শুভাকাঙ্ক্ষী—কেদার।

অমৃতসর ১০ই, আষাঢ়, মঙ্গলবার।

স্নেহাস্পদ প্রিয় ভগ্নি কুমুদিনী! তোমার পত্রখানি পাইয়া যেমন আহ্লাদ হইল তেমনি বাধিত হইলাম। ভাই ভগ্নির পবিত্র স্নেহসম্মিলন যাহা ধর্ম্মজগতের একটী মনোহর দৃশ্য এবং স্বর্গীয় সুখের উপায়, ব্রাহ্মসমাজে তাহার সূত্রপাত দেখিয়া বড়ই আহ্লাদ হয় এবং এ পাপ জীবন সে সুখের অধিকারী না হইয়াও তাহার আস্বাদন পাইলে দয়াময়ের বিশেষ কৃপার দান বলিয়া হৃদয় কৃতজ্ঞতা ভারে অবনত হয়। যথার্থ বলিয়াছে, আশ্রমের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলে এখনই আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়। আশ্রম স্বর্গের আদর্শ, তোমরা কি সামান্য লোক? আর যদি সকলে এক হৃদয় হইয়া মাথা তুলিয়া বল, আমরা আর পৃথিবীর নরকে বাস করিনা, আমরা স্বর্গে আসিয়াছি, কার সাধ্য তোমাদিগকে আর নরকে লইয়া যায়? আপনার সৌভাগ্য দেখিয়া আমাদিগকে কৃতার্থজ্ঞান কর। পিতার দয়ায় তো আর কসুর নাই, তবে আর কেন অবিশ্বাস করিবে? এখন কেবল আপনাকে আপনি চিনিতে পারিলে হয়,

মনে করিতেছ বুঝি তুমি সেই পৃথিবীর পাপী আছ? না, পিতা যাঁহাকে হাত ধরিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন সে কেমন করে পাপী থাকিবে? আমি দেখিতেছি তুমি স্বর্গের দেবকন্যা, পিতার জ্যোতি তোমার ললাটে জ্বলিতেছে, তোমাকে যে ভক্তি করিবে সে স্বর্গের আভাস পাইবে, তোমাকে নমস্কার করি, দয়াময় তোমাদিগকে চিনিবার ক্ষমতা আমাকে দিউন। তোমাদের স্বর্গীয় ভাব দেখিতে২ আমার পরিত্রাণ হইবে।

*　*　০　*

সর্বকে একটু সঙ্গে করিয়া লইও। পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরের ভাল হয় একত্রে থাকার এই উপকার। * *

মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম।

অনুগত—কেদার।

চট্টগ্রাম হাটহাজরি।

২রা মার্চ, ১৮৭৩ সাল।

প্রিয় ভগিনী কুমদিনী।

আপনার উত্তর লাভে বড়ই প্রীত হইলাম, উহার সঙ্গে২ চণ্ডীর, নিবারণের ও রাম দাদার পত্র আসিয়াছে, আজ কাল আমার সৌভাগ্য বটে, যখন স্মরণ করি সেই লাহোরের রোগ শয্যা ও আপনারা মাতা, ভগিনীর ন্যায় সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন তখন আপনাদিগকে আত্মীয় বলিয়া হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়। সে ঋণ কি অল্পে শোধ হয়? বিদেশের

কথা মনে হইলেই লাহোরের গৃহ স্মরণ হয় ও ইচ্ছা হয় যদি একরূপ একটা স্নেহময়ী পরিবার চট্টগ্রামে থাকিত, আজ বিদেশে আছি মনে করিতাম না।

কিছুকাল ভারতাশ্রমে থাকিয়া লাহোরের বাহিক্তর হইতে পরিত্রাণ হউন, আত্মার উন্নতি করুণ, এবং লেখা পড়া শিখিয়া লউন। রাম দাদা কহিয়াছেন একবৎসর আপনাদিগকে ঐখানে রাখিবেন * * * * কলিকাতায় গিয়া এত ব্যস্ত ছিলাম যে, বহুকালের পর আপনাদিগকে ও আনানা আত্মীয় লইয়া আমোদ করি এমত অবকাশ ছিলনা; ব্রাহ্মদিগের সহিতও আলাপ হইল না। হৃদয়ের বহুতর ইচ্ছা অসম্পূর্ণ রহিল * * ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হউক। হৃদয়ে, সদ্ভাব থাকিলে একদিন ইচ্ছা সম্পন্ন হইবে * *

আপনি কহিয়াছেন মন্দিরও পারিবারিক উপাসনা ভাল। মন্দিরের মাধুর্য্য পারিবারিক উপাসনার প্রেম ও পবিত্রতা এই সময় উপলব্ধি করিয়া লউন।

আমিও এখানে একাকী আছি, কি করি, যখন যে অবস্থা হয়, তাহা বহন করা উচিত। দূর দেশে থাকিয়াও একই মাতার ক্রোড়ে আছি। সেই মাতার প্রতি বিশ্বাস থাকিলে আর দুঃখ, শোক, ক্লেশ থাকে না।

অদ্যাপি ব্রাহ্মিকাদিগের চরিত্রের প্রতি শত্রুতেও দোষারোপ করিতে পারে নাই। নিশ্চয় জানিবেন ঈশ্বর ভক্তি ও ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে স্বাধীনতার মন্দ ফল ফলিত। ভারতাশ্রমে যে

উপাসনা লইয়া আলোচনা হইতেছে ইহাতেই প্রকাশ পায় উপাসনার অবহেলা হয় নাই। সত্য সত্যই ব্রাহ্ম পরিবার ও প্রচারকেরা উপাসনা বিহীন নহেন। এত ক্লেশ করিয়া যদি কলিকাতায় থাকিতে হইল, তবে ধর্ম্ম ও শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দিবেন। আর এমন সুবিধা হইবে না। মাতা ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তি পূর্ণ প্রণাম দিবেন ও আপনি আমার প্রীতি পূর্ণ নমস্কার লইবেন।

নিবেদক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষ।

স্বর্গীয়া শ্রীমতী কুমদিনী কর্ত্তৃক রচিত সঙ্গীত।

বিধানি সুর, তাল খামটা।

কেহ নহে "স্বেচ্ছাচারি" কেহ নহে "অত্যাচারি,"।
কেউ করেনা "জুয়াচুরি," আমরা বিধানের নরনারী।
কর আগে শাসন রসনা, তবে কর বিধান ঘোষণা;
অনেক ছিল টাকা কড়ি, সব জলাঞ্জলী করি, জীবনে মরণে মোরা হরি হরি করি।

সুর ঐ তাল ঐ

হলো অর্শ, একি অর্শ, অর্শ হলো বিষম অর্শ।
অর্শই হয়েছে আমার যন্ত্রণার কারণ।

তা ছাড়া অজীর্ণ, অরুচি, অম্বল।
ক্ষুধা-মন্দ, মন্দাগ্নি, গা বমি, কেবল॥
আবার পিপাসায় গলা শুকায়।
কেমনে ডাকব তোমায় (ওহে) দয়াময়॥
বস্‌তে গেলে, না বস্‌তে পারি।
একেবারে যেন প্রাণে মরি॥
যত রোগ হয়, তত আয়ু ক্ষয়।
স্মরণ করি ওহে দয়াময়॥
এরোগ যন্ত্রণা সহনে।
বিমর্ষ হব না মনে॥
সদা বলব, জয় দয়াময়, হাস্য বদনে॥

সুরট মল্লার হং।

এ ঘোর সঙ্কটে তার গো তারিণী।
শোকে জর জর, রোগে মর মর, তোমার কুপুত্রিনী॥
এবার দয়া করে, এদুঃখ সাগরে, তার গো জননী॥
হেরে তব হাস্য মুখ পাসরিব সব দুঃখ,
ভুলিব সকল শোক, ঘুচিবে হৃদয় ভার;
মা'র কোলে মাথা রাখি, জুড়াইব প্রাণ;
করিব তোমার প্রেম-স্তন্য পান, হেরব সদা তোমায় সুহাস্য বয়ান,
ও গো হাস্য বদনী॥

বন্ধুগণের উপহার।

ভগিনীর বিদায় †।

অনেক দিনের পরে বিধানের পরিবারে
ভগিনী বিয়োগ বার্ত্তা শোক সমাচারে
কাঁদাইয়া বঙ্গভূমি বিন্ধ্যাচল অতিক্রমি
কাঁদাইতে মোরে এই দরিদ্র কুটিরে
না জানি কি শোক বার্ত্তা আইল অন্তরে।
প্রচারক পরিবারে; দিয়ে শোক অন্তরে,
চলিলেন এবে ঐ দেবী কুমুদিনী *;
সাধ্বীর জীবন ধরি, পবিত্র ভূষণ পরি,
সতীর চরিত্রে ভক্তের (সহ) ধর্ম্মিনী
আহা হেসে হেসে চলিছেন ত্যজি মর্ত্ত ভূমি।
হায় এ শোকের কথা, নিদারুণ মর্ম্ম ব্যথা,
কেমনে ভুলিব বল দরিদ্র জীবনে;
কি গভীর শোক হায়, হৃদয় ফাটিয়া যায়,
কাঁদাইছে অভাগারে দীন নিকেতনে
কেমনে সহিব এ শোক দরিদ্র জীবনে।

† নববিধান প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের পত্নী বিয়োগে—সমস্তিপুরস্থ শ্রীগৌরি প্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক লিখিত।

* এখানে দুইটী পদ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

ভক্তের জীবন সাথী,—"কুমুদিনী" সাধ্বী সতী
স্বর্গ-কন্যা স্বর্গে আজি গেলেন চলিয়া
আদর্শ-নারী চরিত্র নারীগুণ সুপবিত্র
দেখা'য়ে জগতে আপন জীবন দিয়া
গিয়াছেন সতী-সাধ্বী পৃথিবী ছাড়িয়া।
সুন্দর জীবন তাঁর রমনী চরিত্র সার
আপন জীবনে ভক্ত-রমনী-জীবন
আপন জীবনে তাঁর পুণ্যশীলা মহিমার
প্রেম, পুণ্য, বিশ্বাসের উজ্জ্বল দর্শন—
দেখা'লেন উচ্চ ধর্ম্ম জীবনে আপন।
রোগের আসনে তাঁর যোগের সাধন,
রোগের আসনে তাঁর, সুমুখে সুহাসি আর
রোগের আসনে তাঁর ব্রহ্মনাম গান
রোগের আসনে তাঁর চিত্ত সমাধান।
রোগের আসনে তাঁর নির্ভরের ভাব
রোগের আসনে তাঁর, প্রেম ভক্তি চমৎকার
রোগের আসনে তাঁর যোগের সে ভাব
রমনী চরিত্রে অতি রমনীয় ভাব।
রোগাসনে যোগাসন—আশ্চর্য্য দর্শন
রোগাসনে রোগী নয়, যোগিনীর মূর্ত্তি হয়
রোগাসনে তাঁর সেই প্রার্থনা শ্রবণ

প্রচারক সমূহের মিলন দর্শন।
অনন্ত যোগের রাজ্যে করিতে গমন

প্রস্তুত হৃদয় তাঁর, সেই দৃশ্য চমৎকার

যোগাসনে সাময়িক গীত নির্ব্বাচন
প্রচারক মুখে তাহা করিতে শ্রবণ।

দীন নিবেদন তাঁর সঙ্গীত করণে;
"হরি বোল হরি, চল যাই বাড়ী"
মধুর সঙ্গীত সেই শুনিয়া শ্রবণে
চলিলেন ভগ্নি যেন নূতন ভবনে।

যাও ভগ্নী যাও চলি নূতন ভবনে
"রাম" জায়া সীতা তুমি যাও চলি পুণ্য ভূমি
যাও পুণ্যবতী যাও পুণ্যের সদনে
যাও তথা সেবিবারে পিতার চরণে।

যাও ভগ্নী কুমুদিনী, গুণের সৌরভ
বিস্তারিলে তুমি যাহা, চির দিন রবে তাহা
বিধানের পরিবারে সুনাম তোমার
সোণার অক্ষরে রবে জগতে প্রচার।
(সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ৩০এ চৈত্র ১২৯৬—)

চট্টগ্রামস্থিত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্যারী মোহন চৌধুরী মহাশয়ের পত্র হইতে উদ্ধৃতাংশ।

•তাঁহার (কুমুদিনীর) ইচ্ছামত কয়েক বার তাঁহার রোগ শয্যার সন্নিধানে আমাকে উপাসনা করিতে হয়। প্রথম দিনের উপাসনের পূর্ব্বে তিনি নিজেই এই সঙ্গীতটী করিতে বলেন "কবে যাব সে অমর ধামে, আছেন যেথানে ব্রহ্মানন্দ আদি ভক্ত মহাজন"

আমি তৎ পূর্ব্বে আর কাহারও মুখে এ সঙ্গীতটী শুনি নাই। উহা শুনিয়া অমর ধাম নিকটতর অনুভব করিতে লাগিলাম, কিন্তু তখন ভাবি নাই যাঁহার ইচ্ছায় ঐ নূতন সঙ্গীতটী শুনিলাম তিনি এত শীঘ্রই সেই অমর ধামে চলিয়া যাইবেন। আবার কবে স্নেহের ভগ্নির সঙ্গে জগজ্জননীর পূজা করিয়া আরও ধন্য হইব? * * *

কীর্ত্তন—খয়রা।

কুমুদিনী সুহাসিনী তারিণী তনয়া।

সত্য বাদিনী সুমিষ্ট হাসিনী ভকত জায়া॥

সুখে দুঃখে রোগে শোকে, বিষাদে আনন্দে,
কাটাইলে সমভাবে কেমন করিয়া।

পরীক্ষার অনলে, কত যে দহিলে, তবু কেমনে

থাকিত সদা প্রফুল্লিতা হিয়া।

কেমন করিয়ে, কোমল হৃদয়ে, কাটিলে সব মোহমায়া;

শোকে হলে না অধীরা, রোগে হলে না কাতরা,
হরি ধনে হৃদে পেয়ে কি সব গেলে পাসরিয়া।
তুমি দেবী পুণ্যবতী, নরাধম আমি অতি,
এই দীন দাসে কৃতার্থ কর পদধূলি দিয়া।

রাগিনী আলেয়া তাল কাওয়ালী।

হায়। এসময়ে কুমুদিনী কোথা যাও।

অসময়ে শোক দিয়ে, আহা। দুঃখিনী মায় কাঁদায়ে, (শিশু সন্তানগণে ভাসায়ে, ওগো যেওনা যেওনা সাধ্বী! একবা ফিরে চাও।

কত দুঃখ এসংসারে পেয়েছ, শোকে অঙ্গ জর জর রোগেতে চির কাতর, তাই বুঝি শান্তিধামে চলেছ অসার বুঝি সংসার, কাটি মোহ কারাগার, হরিবলে বাহু চল, সদা এই গান গাও।

তারিনী তনয়া নাম ধরেছ, শোকে দুঃখে পরীক্ষায় তা বুঝি হাসিছ, বল এসুহাসি কোথা তুমি পেয়েছ;

এসে ছিলে কেঁদে, যাইতেছ হেসে, তুমি ধন্য সাধ্বী পুণ বতী স্বর্গে যাও।

কি সুন্দর দৃশ্য আজ ধরেছ, হাসি মুখে যোগনেত্র, বিচি পবিত্র চিত্র, মহা যোগে যেন মগ্ন রয়েছ;

সবে দেখিয়া কৃতার্থ হলো এ দৃশ্য;

করি এই নিবেদন ধরি তব শ্রীচরণ, এই দীন দাসে দয়া করি কিঞ্চিৎ স্বহাসি দাও। (শ্রী রৈ, না, দা।)

সাধ্বী শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী।

শোকের সাগর উথলিয়া আজ
উঠিল একটী বিষাদ লহরী;
উঠিছে পড়িছে, ধাইছে আবার
পেষিয়ে পরাণ যায়রে বিদরি!
কেন অকস্মাৎ শোকের সাগরে
প্রবাহিছে আজ দুরন্ত পবন?
সজোরে বহিয়ে, লহরী উঠায়ে
অতল সাগরে ডুবাইল মন।
শোক-সিন্ধু আজ কেন না বলরে,
উচ্ছ্বসিত হয়ে উথলে উঠিল?—
উথলে উথলে, তরঙ্গে তরঙ্গ,
অতল সাগরে পরাণ ডুবাল।
কেন সর্ব্বজন করিছে ক্রন্দন?
বলিছে কেনবা, "হায়! কুমুদিনী
যাও গো কোথায় রাখিয়ে তোমার
প্রিয় স্বামী-পুত্র, প্রেমের জননী?"
ভ্রাতা ভগ্নী সবে কেনবা উঠাচ্ছে
ক্রন্দনের ধ্বনি, অনন্ত গগণে?—

পুনঃ সেই ধ্বনি,　　চল প্রতিধ্বনি—
গগণ বিহারী গ্রহ তারাগণে।
শোকের সাগরে　　কেনরে ডুবিল,
আমাদের সব ভ্রাতা ভগ্নীগণ?
কুমুদিনী লাগি　　অবোধের মত
কেনবা সকলে করিছে ক্রন্দন?
ঐ কুমুদিনী　　চলিল স্বর্গেতে
দেখরে তাঁহার হাসি মুখ খানি,
তাঁহার লাগিয়া,　　কেনগো তোমরা
কাঁদিছ বলনা, ভাই ও ভগিনী?
অবিশ্বাসী নর　　বলিছে কাঁদিয়ে,
"কুমুদিনী আজ গেলেন মরিয়ে।"
বিশ্বাসী যে হল,　　সদর্পে বলিল—
"মরে নাই কুমুদিনী; ঐ দেখ চেয়ে—
পশিলেন আজ　　নবীন জীবনে,
নবীন ভাবেতে ঐ কুমুদিনী।
দেখ পুনঃ চেয়ে,　　লইলেন কোলে
আপনার কন্যা প্রেমের জননী।"
ধন্য কুমুদিনী!　　সাধ্বী সতী তুমি,
তোমার চরিত্র কেমন সুন্দর;
স্বামী পুত্র লয়ে　　দেখালে সকলে
স্বর্গীয় জীবন, সংসার ভিতর।—
সংসার-সাগরে　　পশিয়াছ কত

বিষাদ রূপিণী দুঃখের ছায়া,
কিন্তু গো তোমার প্রফুল্ল আনন,
কখনও কেহ দেখেনি কালা।
কত পরীক্ষাতে পড়িয়া পড়িলা,
পড়িছ বা কত দুঃখ পাথারে,
কিন্তু সাধ্বী দেবি! সহিষ্ণু হইয়া
দিয়েছ ঠেলিয়ে দুঃখের উপরে।
এইরূপে তুমি কতশতবার,
কত শোক দুঃখ, কত বজ্রাঘাত,
কতবা বিপদ, কতবা আপদ,
কতবা পরীক্ষা, কত মনস্তাপ,
পাইছ সংসারে; কিন্তু গো কখন
ভুল নাই দেবি শ্রীহরি চরণ;
চরণ ধরিয়া গেলে উত্তরিয়া
সংসার সাগর, বড়ই ভীষণ।
রোগ যাতনায় হৃদয়ে তোমার
পেয়েছ গো সতী, কত বা বেদন,
কিন্তু কভু তুমি করনি ক্রন্দন,
বলিছ বা কত মধুর বচন।
জননীকে তব বলেছেছ কত
শোক নিবারণ সব উপদেশ;
যাহার বলেতে জননী তোমার
এখনো শোকেতে হন নি অবশ।

তোমার মতন বুদ্ধিমতী সতী
যদ্যপি থাকিত প্রতি ঘরে ঘরে,
তা'হলে এখন এবঙ্গ ভুবন,

পরিণত হত স্বর্গীয় সংসারে।
মাতৃ-কোলে তুমি যাইবার কালে।
ফুল! কিছু ফুল করি দরশন,
বলেছিলে হেসে, "ইচ্ছা হয় মম
পুষ্পের শয্যায় করিতে শয়ন।"
প্রেম সমুদ্রের পুষ্পবট তুমি;
তুমি আর বল কাহার উপর
করিবে শয়ন? তোমার আভায়
ভারত উজ্জ্বল,—কিবা মনোহর!
যাইবার দিনে, মুখশ্রী আভায়
হয়েছিল মুগ্ধ ভারত জননী,
হয়েছিল মুগ্ধ সাধু ভক্তদল,
হয়েছিল মুগ্ধ ভারত রমনী।
হাসিতে হাসিতে যাইলে স্বর্গেতে
ত্যজিয়ে অসার—অসার শরীর।
ছাড়িয়ে সংসার, ঘোর কারাগার,
মাতৃকোলে যেয়ে হইলে সুস্থির।
যাও তবে দেবি, যাওগো সেখানে,
যথায় আছেন সাবিত্রী মৈত্রেয়ী.

মেরী, শচী, খনা, গার্গী, রুক্মিণিয়া,
আত্রেয়ী প্রভৃতি সাধ্বী সীতা সতী।
যাও দেবি যাও, যাওগো সেখানে,
যেখানে আছেন সাধু ভক্তগণ,—
যীশু গৌর শাক্য, কৃষ্ণ মহম্মদ,
অঘোর কেশব, রাজা রাম মো (হ) ন।
ধন্য হলো আজ ভারত ভুবন,
ধন্য ধন্য আজ ভারত রমণী।
সতীর পবিত্র শ্রীপদ পরশে
ধন্য হলো আজ পুণ্য বঙ্গভূমি।
হে ভারতবাসী নর নারীগণ,
কর সবাকার চরিত্র গঠন—
সম্মুখে রাখিয়া "দেবী কুমুদিনী",
মিলাও তাঁহার জীবনে জীবন।
প্রণিপাত দেবি! তোমার চরণে,
এখন যে সতী স্বর্গবাসী তুমি,
বোবা জ্ঞান দাস কি আর বর্ণিবে?
নরকের কীট—নরাধম আমি!

(শ্রীজো, না, পা,)

শ্রীমতী কুমুদিনীর সন্তানবৃন্দের নামাবলী

জন্ম।	নাম।	নাম করণ।	মৃত্যু।
লাহোরে, ৫ই পৌষ ইংরাজী ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭১।	নির্ম্মলাবালা, প্রথম কন্যা	জুন মাসে, লাহোরে	১৩ই পৌষ ডিসেম্বর ১৮৭৯ মঙ্গলবাড়ীর ভবনে
১৫ই আশ্বিন, অক্টোবর ১৮৭৩, ধরের বাগান, ভারতাশ্রম।	প্রমিলাবালা দ্বিতীয় কন্যা	শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক নাম করণ কার্য্য সম্পন্ন হয়, হাড়কাটা গলী, কলিকাতা	৫ই অগ্রহায়ণ নবেম্বর ১৮৭৯ ঐ
১২ই মাঘ জানুয়ারী ১৮৭৬। ১৩ নম্বর মৃজাপুর ষ্ট্রীট, ভারতাশ্রম।	চারুবালা তৃতীয় কন্যা		৩০শে আশ্বিন, সোমবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৮৮৩
অক্টোবর ১৮৭৭	——চতুর্থ কন্যা	নামকরণ হয় নাই	এপ্রেল ১৮৭৮

জন্ম	নাম।	নাম করণ।
মঙ্গলবাড়ীস্থ ভবনে ২৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, ৮ই জুলাই ১৮৭৮	পুলক চন্দ্র সিংহ পঞ্চম সন্তান ও প্রথম পুত্র	শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন কর্তৃক মঙ্গল বাড়ীস্থ ভবনে
ঐ ১৮ই অগ্রহায়ণ, ২রা ডিসেম্বর ১৮৮৪।	অশোক চন্দ্র সিংহ, ষষ্ঠ সন্তান, ২য় পুত্র	শ্রদ্ধেয় শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় কর্তৃক কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে, রবিবার, ২৫শে মে ১৮৮৫, ১লা জ্যৈষ্ঠ
ঐ মঙ্গলবার ১৩ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট ১৮৮৬।	জনক চন্দ্র সিংহ, সপ্তম সন্তান, ৩য় পুত্র	ঐ—ঐ—ঐ ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭, ৯ই ফাল্গুন রবিবার

Extracts from English Newspapers.

We record with deep regret the sad death of Srimati Kumudini, the wife of Bhai Ram Chundra Sinha, which melancholy event took place at midnight on Friday last. Our dear sister was blessed with many estimable qualities and among them we may mention her extraordinary cheerfulness and happy temper. Amidst domestic bereavements, the loss of dear children, worldly trials and privations she was ever a contented soul. Her smile was contagious. With her no one could be gloomy. She loved flowers; and when on her death bed a friend gave her a choice bouquet, she felt so happy! She was quite prepared for death and a few days before her departure she repeatedly sang in her broken voice sweet hymns about the other world. Our sister died young: being only 33 years old. She has left surviving three sons, and an aged mother to mourn her sad loss. May the sprit of our deceased sister find everlasting peace! We sincerely condole with Bhai Ram Chundra on this melancholy occasion.

(*The Liberal and the New Dispensation, March* 9, 1890.)

Scarcely a month has elapsed since we had to record the departure of Bhai Kali Sankar from this world, we have to-day to announce with deep grief that sister Kumudini, the beloved

wife of Bhai Ram Chundra Sinha, has been called away from the land of the living. We bow down with reverence to the decree of Providence. Our sister was ailing for a long time. She had fever, bronchitis and other complications which at last * * * * carried her away from our midst. She was of a quiet, patient, and reserved temper. During the last 16 years that Bhai Ram Chundra gave up his wordly avocations, our brother had to pass through many trials of life and it was Sister Kumudini as the devoted partner of his life who always supported and cheered her husband and made his path smooth by calmly and wilfully participating in these trials. In her last moment she evinced strong faith in the next world. On the evening previous to her departure from this world, she requested Bhai Kanti Chundra to sing hymns before her On being asked which hymn she would like to hear, she readily answered—the one which begins with "Taking the name of Hari let us go home &c." With clasped hands and closed eyes she joined in the singing of the significant hymn In her death, one fact has been clearly proved, and it is this--that the New Dispensation has deprived death of its stings to all its believers and taught them to cast off all fears of the king of Terrors. It is worthy of note that as soon as she breathed her last on Friday night, when her face suddenly became lit up with unearthly smile. On the next morning her lifeless body was duly bathed and cleansed. It was adorned like a wife according to the na

tional fashion, it was clad in a piece of broad red-striped *sari*, the feet and the hands were dyed with lac and the forehead was bedecked with red-lead, while conch-shell bangles were put on tne wrist. When the wives of the missionaries and other women came to cast their last glance on the face of the deceased, they all bowed down before the lifeless body with reverence, and in sobs and tears, took the dust of the feet because wives who die before their husbands are generally regarded blessed in the country. The scene was really most pathetic to behold. At 10 A. M. the remains were carried to the Nimtolah Ghat cremation grounds, accompanied by almost all the Apostles now in town and some lay-friends. The funeral service was conducted by the *Upadhya* Bhai Gour Govind. Our sister who expired at the age of 34, left behind her beloved husband and three sons and her old mother to bewail her sad loss. May she rest in peace in her Mother's bosom. May our beloved brother Bhai Ram Chundra find peace and consolation in his sad bereavement. May the Lord bless the children; and may the old mother draw nearer unto the Lord in her sore trial.

(*Unity and the Minister, March* 11, 1890.)

WITH deep sorrow we record to-day the death of sister Kumudini the beloved wife of Bhai Ram Chundra Sinha, Mistionary, Brahmo Somaj of India. She was suffering for a long time from a complicated disease and at last suc-

cumbed to it with cheerful resignation to the Lord and a strong faith in the next world. The funeral service was conducted by the *Upadhaya* Bhai Gour Gobind Roy. She has left behind her husband, three sons and aged mother May the departed spirit rest in peace in the bosom of the Divine Mother, and her near and dear ones be comforted by the Lord in their present sore trial.

(*The New Light, Dacca, March* 8, 1890)

Death is thinning away our ranks. We have this time to announce, with much sorrow, the untimely death, at the age of 34, of the beloved wife of Revd. Bhai Ram Chundra Sinha. This sad event took place at Calcutta last week. The oldest Brahmos of Lahore remember Bhai Ram Chundra Sinha with feelings of great respect and affection as one who had worked most zealously for the good of their Samaj for several years before he threw up Government service and joined the apostolic body of the New Dispensation and they heartily sympathatize with him in his sad bereavement. We cull the following particulars from the obituary notice that appeared in the *Unity* and the *Minister*.—She was of a quiet, patient and reserved temper During the last 16 years that Bhai Ram Chundra gave up his wordly avocations, our brother had to pass through many trials of life and it was sister Kumudini as the devoted partner of his life who always supported and cheered her husband and made his path smooth

by calmly and wilfully participating in these trials. In her last moment she evinced strong faith in the next world. On the evening previous to her departure from this world, she requested Bhai Kanti Chundra to sing hymns before her. On being asked which hymn she would like to hear, she readily answered—the one which begins with "Taking the name of Hari let us go home &c." With clasped hands and closed eyes she joined in the singing of the significant hymn. In her death, one fact has been clearly proved and it is this—that the New Dispensation has deprived death of its stings to all its believers and taught them to cast of all fears of the king of Terrors.

(*The Budhanbudi, Lahore, March* 15, 1890.)

উপসংহার।

কুমুদিনী চরিত্র আখ্যায়িকা এক প্রকার সমাপ্ত হইল। ইহা যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে এমত মনেও করি নাই, সুতরাং আমার পক্ষে ইহা যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের বিষয় হইল। কুমুদিনীর সম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতির যে ভাবোচ্ছাস হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমি বিশেষ রূপে এক জন।

এ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রিকাদিতে যে সকল জ্ঞাতব্যমূলক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা পাঠ করিয়া আমার মনে স্বভাবতঃ প্রথমে সামান্য মাত্রায় এই ইচ্ছা হইল যে, উক্ত মন্তব্য সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিব এবং তদনুসারে তাহা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করি। কিন্তু বন্ধুরা অনবিরত অনুরোধ করিলেন। কুমুদিনীর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত সম্পাদকীয় উক্তি সমূহ প্রকাশিত হয়, ইহাই বন্ধুদিগের একান্ত অনুরোধ। ইচ্ছা ও কার্য্যের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আমার মন দোদুল্যমান হইতে লাগিল। মনের এই ইতস্ততঃ অবস্থায় আমি কুমুদিনী চরিত্রের একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলাম। তদ্দর্শনে কোন কোন বন্ধু তাহা প্রকাশ করিতে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেন। এই উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক প্রকাশের একটী সুযোগ সমুপস্থিত হইল। এই সকল ঘটনাচক্র বন্ধুগণের উৎসাহযোগে পরিচালিত হইয়া আমাকে কার্য্যক্ষেত্রে আনিয়া উপনীত করিল। সকল কার্য্যই সুবিধা-অসুবিধা-শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ। এক দিকে যেমন কিয়ৎ পরিমাণে কার্য্য-সুলভ সদুপায় লাভ করিলাম ; পক্ষান্তরে

এ কার্য্য সম্পন্ন সম্বন্ধে অন্যবিধ অসুবিধা অনুভব করিতে লাগিলাম। এমন কি পুস্তক প্রণয়নের আবশ্যকীয় উপকরণাদি সংগ্রহ করিতে বিলক্ষণ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। পুস্তক মুদ্রাঙ্কন ও তাহার তত্ত্বাবধারণাদি যে বিষম ব্যাপার, আমাকে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইল। এতদ্ব্যতীত অবকাশের অপ্রতুলতা ও অবস্থার প্রতিকূলতা প্রযুক্ত পুস্তকের ব্যবস্থাও পারিপাট্য বিষয়ে তাদৃশ মনযোগ দিতে পারিলাম না, এমন কি ব্যস্ততা প্রযুক্ত ভাষার বিশুদ্ধতা দূরে থাকুক, বর্ণশুদ্ধি রক্ষা করা অসাধ্য হইল। অধিকন্তু কুমুদিনীর পত্ররাশি নির্ব্বাচন করিয়া তন্মধ্য হইতে ভাল ভাল অংশ মনের মত করিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম হওয়াতে আমার বিলক্ষণ ক্ষোভ রহিল। যাহাহউক কর্ত্তব্য মনে করিয়া কুমুদিনী চরিত্রের এক প্রকার ঠাট খাড়া করিলাম। যদি সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট ইহা আদরে গৃহিত হয়, তবে আশা করি, ইহা নুতন ভাব ও আকারে ভবিষ্যতে প্রকাশিত হইয়া এ সকল অভাব অসদ্ভাব দুর করিবে।

১৫ই কার্ত্তিক,
১২৯৭ সাল — লেখক।

——⋄⋄⋄——

জী - ১২

কুমুদিনী-চরিত্র -